সোনার বাংলা

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—

শনিবার, ২৭শে মে, ১৯৩৯, বেলা ৫॥০টায়

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম্, এ,

এক টাকা

প্রকাশক—

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত

২৮, কালাচাঁদ পণ্ডিতজী লেন্

পাইকপাড়া,

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণের সোল এজেণ্টস্

নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী

২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীশিশিরকুমার বসু

ভগ্নদূত প্রেস

১৯৮-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ডক্টর্ হ্যান্‌স্ সোমার্ পি-এইচ, ডি—

হেল্‌মট্ ক্রুসেল্—

ও

দিল্লীর অ্যালায়ান্‌জ্ সুটাট্‌গার্টার অফিসের

বন্ধুদের করকমলে—

'সোনার বাংলা' আমার দিল্লীর প্রবাস-জীবনের রচনা। তাই, আপনাদের স্মৃতির সঙ্গে এই নাটকখানিকে বিজড়িত করে' রাখতে চাই।

প্রীতিমুগ্ধ,

মহেন্দ্র গুপ্ত

যে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে' সমসাময়িক যুগের সমস্যা-বহুল নাগরিক জীবনের এবং সুখদুঃখ, হাসিকান্নায় ভরা অনাড়ম্বর পল্লী-জীবনের নিখুঁত ছবি আঁকতে পারলেই সে নাটককে, আমার বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে। নাটকের প্রতিটী ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে', তা'র ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা যাঁরা বিচার করতে যান—তাঁরা গোড়াতেই মস্ত ভুল করে' বসেন। কারণ, নাট্যকার ইতিহাসবেত্তা নন্— তাঁর কাজ হ'ল সমগ্র ভাবে যে কোন যুগের ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করা। তার জন্যে, নাটকে ইতিহাসের চেয়ে বেশী থাকতে পারে কিম্বদন্তী এবং কিম্বদন্তীর চেয়ে আরও বেশী থাকতে পারে স্বাধীন কল্পনা। যাঁরা "সোনার বাংলাকে" ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বিচার করবেন— আশা করি, নাটকখানিকে তাঁরা এই দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়েই দেখবেন।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত অধিকাংশ নাটকের ন্যায় "সোনার বাংলা নাটকেও আমার রচনা অনেকস্থানে পরিবর্জ্জিত হয়ে, প্রযোজক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের স্বরচিত অংশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তা'র ফলে, দর্শকেরা তাঁদের খুসীর খোরাক অনেক বেশী করেই পেয়েছেন।

কালীপ্রসাদ বাবু যে ভাবে সম্পাদনা করেছেন—নাটকখানি আমি" সেইভাবেই ছাপালাম! শুধু একটী দৃশ্য…চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য… তিনি পরিবর্জ্জন করলেও আমি মূল নাটকে দৃশ্যটি রেখে দিয়েছি এবং ঐ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে তিনি যে দৃশ্যটী অভিনীত করান সেটিকেও বইএর শেষে দিয়ে দিয়েছি। ইতি—

কলিকাতা,

নাট্যকার

৭শে মে, ১৯৩৯

সোনার বাংলা

চরিত্রবৃন্দ

পুরুষগণ

চন্দন (রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য)	ভুলুয়ার রাজ্যচ্যুত রাজা
রামানুজ রায়	ভুলুয়ার বর্ত্তমান রাজা, চন্দনের দূর সম্পর্কের ভাই
মধুময়	চন্দনের সহচর
কীর্ত্তিধর	দেওয়ান
সুবুদ্ধিরাম	জনৈক নির্ব্বোধ যুবক
মেসিং	আরাকান রাজ
রঘুনাথ	দস্যু সর্দ্দার
মেঘনাথ	ঐ সহচর
রহিম	গ্রাম্য চাষী
ধলু মিঞা	ঐ
বরকতুল্লা	রহিমের শ্বশুর

রাখালবালকগণ, সামন্তগণ, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, দস্যুগণ, কবিরদলের লোকগণ, নাগরিকগণ, গুপ্তচর, সহচরগণ, মশালচি ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

কুঙ্কুম	সুবুদ্ধিরামের ভগ্নী, চন্দনের বাগ-দত্তা
অনুরাধা	নর্ত্তকী
ভানুমতী	অনুরাধার ধাত্রীমাতা
সাকিনা	রহিমের স্ত্রী

পল্লীবালাগণ, দেবদাসীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি ।

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুত সলিলকুমার মিত্র, বি কম।
অধ্যক্ষ	...	„ জ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র।
নাট্যরূপ	...	„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ।
প্রয়োগশিল্পী	...	„ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি।
মঞ্চশিল্পী	...	„ পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
সুরশিল্পী	...	„ কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)।
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
স্মারক	...	ভক্তিবিনোদ বিমল চন্দ্র ঘোষ।
ঐ সহকারী	...	শ্রীযুত সুকুমার কাঞ্জিলাল।
হারমোনিয়াম বাদক	...	„ বিদ্যাভূষণ পাল।
পিয়ানো বাদক	...	„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য।
আড়বাঁশী বাদক	...	„ বিষ্ণুপদ মিত্র।
বংশীবাদক	...	„ মথুরামোহন শেঠ।
বেহালা বাদক	...	„ ললিতমোহন বসাক।
সঙ্গত	...	„ সতীশ চন্দ্র বসাক।
রূপসজ্জাকর	..	„ নন্দলাল গাঙ্গুলী।
আলোকসম্পাতকারী	...	„ মন্মথনাথ ঘোষ।
কারী	...	„ বেস্পতরাম।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

চন্দন রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য	—শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রামানুজ রায়	— " বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত (বাঁকাবাবু)
মধুময়	— " বিমল চন্দ্র ঘোষ ২নং
কীর্ত্তিধর	— " প্রফুল্ল কুমার দাস
সুবুদ্ধিরাম	— " মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু)
মৌসং	— " জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
রঘুনাথ	— " জীবন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মেঘনাথ	— " সুশীল কুমার ঘোষ
রহিম	— " রণজিৎ কুমার রায়
ধলু মিঞা	— " গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বরকতুল্লা	— " গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সামন্ত, প্রহরী, সৈন্য, দস্যু, কবির দলের লোক ইত্যাদি	উমাপদ বসু, সন্তোষ ঘটক, রবীন্দ্র রায় চৌধুরী, ভোলানাথ চৌধুরী, অনিল রায়, শিবশঙ্কর, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, মণি চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত মুখোপাধ্যায়, মহাদেব পাল, রতন সেন।
রাখালবালকগণ	শ্রীমতী আশালতা, হাসিরাণী, ইরা, তারা, দুর্গা, সত্য, টুনী, শান্তি,নন্দরাণী রাণীবালা ২নং

কুঙ্কুম	—শ্রীমতী সরযূবালা
অনুরাধা	—মিস্ লাইট
ভানুমতী	—শ্রীমতী রাধারাণী
সাকিনা	—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী
পল্লীবালাগণ দেবদাসীগণ নর্ত্তকীগণ	শ্রীমতী সরসীবালা, দুনিয়াবালা, তারকবালা, বীণাপাণি ১নং, রাণীবালা ১নং, লীলাবতী, রাজলক্ষ্মী (রবি), আশা, তারা, নন্দরাণী, দুর্গা, ইরা, রাণী ২নং, হাসি ।

সোনার বাংলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য দৃশ্য। একধারে আঁকাবাঁকা গেঁয়ো নদী। চোখ জুড়ান ধানের ক্ষেত গাঙের কোলে নামিয়া আসিয়াছে; আর একদিকে নিবিড় বন। বহু দুরে নীলাভ্র পাহাড়। তা'র চুড়ায় গোধূলি সূর্য্যের রক্তাভা।

পল্লীবালাদের গীত

নমোহে নমোহে নমোহে জননী বঙ্গভূমি।
শিয়রে গিরিরাজ, পদতলে সিন্ধু,
ললাটে গোধূলির সিন্দুর বিন্দু,
মলয়জ চন্দন তনু-অনুলেপন,
নন্দিত ফুলদল চরণ চুমি'।
দিগন্তে শ্যামায়িত শস্যের লহরী,
রাখালের বেণু রবে পীক উঠে কুহরি'
তালীতমাল বনে জাহ্নবী কলস্বনে
হিয়ার গোপন মধু ঢালিছ তুমি॥

[প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে দেওয়ান কীর্ত্তিধর ও সুবুদ্ধিরামের প্রবেশ]

সুবুদ্ধি। মাইরি বল্‌ছি দেওয়ান সাহেব, তুমি আমার কোড়াপাখী ফিরিয়ে দাও। কুঙ্কুম আমায় খুব বকেছে।

দেওয়ান। খু-উ-ব বকেছে! বল কি! কুঙ্কুম তোমার ছোট বোন··· তুমি তার দাদা স্বয়ং শ্রীমান্ সুবুদ্ধিরাম—

সুবুদ্ধি। আরে, সুবুদ্ধিরাম বলেই তো হাঙ্গামা বাধল! কুঙ্কুম আমায় বল্‌লে, "তুমি হাবার মত অমন সুন্দর পোষমানা কোড়াপাখী দুটোকে বেচতে গেল কেন?" বল দেওয়ান সাহেব, এ কথার কি জবাব দেওয়া যায়?

দেওয়ান। জবাব আছে বই কি বন্ধু; তোমার বোনটিকে বোলো, ও কোড়া পাখীর সাহায্যে তিনি যাঁ'র কাছে প্রেমপত্র প্রেরণ করতেন—আমিও তাঁ'রই উদ্দেশ্যে ওর একটিকে ইতিমধ্যে উড়িয়ে দিয়েছি।

সুবুদ্ধি। অ্যাঁ! উড়িয়ে দিয়েছ!

দেওয়ান। হুঁ, এতক্ষণে সে মেঘনা পাড়ি দিল বলে। দরকার হ'লে আর একটিকেও না হয় ঐ মেঘনার পারেই উড়িয়ে দেব। তোমার বোনের তা'তে উপকারই হবে; কী বল সুবুদ্ধিরাম?

সুবুদ্ধি। হরি হরি, তোমার দেখছি কেবল বোনের উপকারের দিকেই নজর! কিন্তু ঐ কোড়াপাখী না নিয়ে গেলে আমার উপায়টা কি হ'বে বলো তো?

দেওয়ান। কেন, তোমায় আমি কোড়ার বদলে কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ্ দেখে একটী বউ এনে দেব!

সুবুদ্ধি। [সোল্লাসে] বউ এনে দেবে ! কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ ! যাই, তাহলে ছুট্টে গিয়ে কুঙ্কুমকে খবরটা দিয়ে আসি। আমার বউ আসবে…কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ…ঠিক যেন হলুদে পাখীর ছা…

[ছুটিয়া যাইতেছিল…সহসা বনান্তরালে একজন আরাকানীকে দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিল]

দেওয়ান। কি হল ! কাঁপছ কেন সুবুদ্ধি ?

সুবুদ্ধি। ওরে বাবা ! ধরলে !

দেওয়ান। কে ?

সুবুদ্ধি। [আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া] হলদে পাখীর ছা !

দেওয়ান। হুঁ, কিন্তু, দেখ সুবুদ্ধিরাম, ওকে এখানে দেখেছ…এ খবর যদি কাউকে দাও তাহ'লে ওই হলদে পাখীর ছায়ের সঙ্গেই কিন্তু বিয়ে দিয়ে দেব।

সুবুদ্ধি। ওর সঙ্গে ! ওরে বাবা…

[প্রস্থান। আরাকানরাজ মৌসং আগাইয়া আসিল]

দেওয়ান। আসুন, আসুন রাজা ! প্রাসাদে না গিয়ে আপনি এই বুনো পথে সাক্ষাতের ইচ্ছা জানালেন—তাই আপনার সম্বর্দ্ধনার কোনো আয়োজন—

মৌসং। প্রয়োজন নেই দেওয়ান সাহেব। আরাকানীরা শক্তিমান জাতি; নিজেদের বাহুবলের সাহায্যেই তা'রা বাংলার গ্রামে গ্রামে তাদের ন্যায্য সম্বর্দ্ধনা আদায় করে নিচ্ছে। তা'র জন্যে আপনার প্রহরী-বেষ্টিত সুরক্ষিত প্রাসাদের

মধ্যে পা বাড়াবে—তেমন বেয়াকুব জাত আরাকানীরা নয়।

দেওয়ান। আমাদের বিশ্বস্ততায় রাজার এ অন্যায় সন্দেহ। হয় তো শুনেছেন, নিতান্ত বিপন্ন হয়ে আজ আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা কচ্ছি—

মৌসং। জানি ; দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর ভুলুয়ার রাজা বিশ্বম্ভরশূরের পৌত্র চন্দন মহারাজা লক্ষ্মণমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে তা'র পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে আসছে। আর এ-ও জানি সঙ্গে রয়েছে তা'র সোনার গাঁয়ের ঈশা খাঁ মসনদ্ আলীর সুশিক্ষিত নৌবহর! এত বড় দুর্দ্ধর্ষ নৌশক্তির সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। বলুন, কি মূল্য পাব তা'র বিনিময়ে ?

দেও। ঈশাখাঁর নৌবহরের কথা ভাববেন না রাজা। দেওয়ান কীর্ত্তিধর দত্ত আঁটঘাঁট না বেঁধে কাজ করে না। আমি ইতিমধ্যে এমন চাল চেলেছি—যা'র ফলে ঈশাখাঁর নৌবহর এখন এগার ক্রোশ দূরে ; আর সে এসেছে ছদ্মবেশে একখানি মাত্র জাহাজ সম্বল করে, মেঘনার মোহনায় সাহাবাজপুরের কাছে।

মৌসং। উত্তম, আমরা সামনে পিছনে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে কুঁচিকুঁচি করে কেটে মেঘনার জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। এর জন্যে সর্ত্ত, সাহাবাজপুর ও সন্দীপের অধিকার আরাকানীদের আপনারা ছেড়ে দেবেন।

দেওয়ান। হাতের মুঠোর মধ্যে যা'কে এনে দিলুম—তা'কে মুঠো

চিপে মারবেন—তা'র জন্যে এ বড় অন্যায় দাবী হচ্ছে না কি ?

মৌসং। বেশ, তাহলে আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি। আপনার বাঙ্গালী নৌবহর নিয়েই তাকে আক্রমণ করুন—

দেওয়ান। রাজা—

মৌসং। আজকে হয়তো তা'কে একা পেয়ে মারলাম। কিন্তু তা'র পিছনে রয়েছে সোনার গাঁয়ের ঈশাখাঁ, শ্রীপুরের কেদার রায় প্রভৃতি পরাক্রান্ত ভুঁইঞা। আরাকান-শক্তির প্রতি সর্ব্বদাই তা'দের রোষ-দৃষ্টি। তা'র ওপর যেদিন শুনবে, তা'দেরই পরম মিত্র ভুলুয়ার রাজা বিশ্বম্ভর শূরের পৌত্র মেঘনার মোহানায় আরাকানীদের হাতে নিহত হয়েছে—তার পরিণামটা কি একবার ভেবে দেখেছেন সাহেব ? আগে থেকে সাহাবাজপুর ও সন্দ্বীপের ঘাঁটি আগলাতে না পারলে—এরপর কি আরাকানীরা বাংলা মুলুকে আর প্রবেশ করতে পারবে ? ও সাহাবাজপুর ও সন্দীপ আমাদের চাই-ই।

দেওয়ান। সাহাবাজপুর ও সন্দীপ ! বেশ, আপনি আগে কার্য্য সমাধা করুন। আমি এ বিষয়ে ইতিমধ্যে একবার রাজা রামানুজ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি—

মৌসং। রাজা রামানুজ ! এইবার আমায় হাসালে দেওয়ান সাহেব ! রামানুজ কে ? ভুলুয়ার রাজা—কীর্ত্তিধর দত্ত। রাজা বিশ্বম্ভরশূরের সঙ্গে রামানুজের খানিকটা রক্তে

সম্বন্ধ আছে। তাই তাকে সামনে রেখে প্রজাদের হাত করে—রাজত্ব কচ্ছ তো তুমি। তরল-মস্তিষ্ক, এক সুরাপায়ী যুবক তা'র সঙ্গে আবার পরামর্শ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[রামানুজের প্রবেশ]

রামানুজ। কিসের পরামর্শ বন্ধু ?

উভয়ে। একি! রাজা রামানুজ রায়!

রাম। হুঁ···কিন্তু এই ভর্ সন্ধ্যাবেলায় ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে বাংলাদেশের দু'টী পরম হিতৈষির কি পরামর্শ হচ্ছিল, শুনি ?

মৌসং। মহারাজ, দেওয়ান সাহেব বলছিলেন যে চন্দন যখন—

দেওয়ান। থাক্ সে কথা। রাজা, তুমি একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় এ ভাবে বে'রিয়ে পড়েছ কেন ? প্রাসাদে ফিরে যাও। আসুন আরাকান রাজ—

মৌসং! কিন্তু ঐ সাহাবাজপুরের কথাটা—

দেওয়ান। (প্রসঙ্গ চাপা দিয়া) আমি রাজী আছি, আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

রাম। শিকারী বেড়াল কিনা—তাই কথা কয় না···শুধু গোঁফ নেড়ে ইসারা করে। কী মতলব আঁটছিল এতক্ষণ!···দূর ছাই, আমারই বা অত মাথা ব্যথা কেন ? [খাচ্ছিলুম···দাচ্ছিলুম···আর হীরু ঠাকুরের দলে ভিড়ে টপ্পা গাইছিলুম। কথাবার্ত্তা নেই···হঠাৎ

এক রাত দুপুরে যাত্রার আসর থেকে দেওয়ান কীর্ত্তিধর আমায় হিড়্ হিড়্ করে টেনে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিলে। বললে—"রেমো রায় আজ হ'তে ভুলুয়ার রাজা রামানুজ রায়।" বাংলার বার ভূঁইঞার ওপর তের ভূঁইঞা!] কিন্তু এ রাজাগিরির বড় জ্বালা···বড় জ্বালা!

[একদল চঞ্চল রাখাল ছেলের প্রবেশ;
কা'রু গলে বনফুলের মালা···কা'রু হাতে পাতার ভেঁপু···
তা'রা হঠাৎ রাজাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল]

১ম। ওরে, ঐ যে রাজা! শিগ্‌গির পালা—

রাম। পালাবে কেন? এস···এস তোমরা—

২য়। হেঁই-ন'লে, রাজা আমাদের ডাকছে! যাবো?—

রাম। ওরে আয়, আয় তোরা কিষাণ ছেলের দল। আমি রাজা······কিন্তু তবু বড় একা! কেউ আমার কাছে আসে না···কেউ আমায় এতটুকু ভাল বাসেনা! তোরা বাসবি তো ভাই?

সকলে। (সোৎসাহে) হুঁ······খু—উ—ব। এই এত্‌তখানি ভাল বাসব—

(দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদের ভালবাসার পরিমাণ দেখাইয়া দিল:
তারপর রাজাকে ঘিরিয়া পরমোল্লাসে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল)

গীত

আমরা তোমায় বাসব ভাল, রাখাল সাজাবো।
পোঁপোঁ পোঁপোঁ পাতার ভেঁপু কেবল বাজাবো॥
পাঁচীল ঘেরা সাতমহলায় তুমি যেয়ো না আর ভাই,
পাষাণ পুরীর মানুষ পাষাণ, সেথা দরদী কেউ নাই।
কাজল গাঁয়ে বটের ছায়া মিলবে সেথা মাটীর মায়া,
হিজল্ ফুলের রঙ্ গুলিয়া তোমার বসন রাঙাবো,
তোমার পরাণ রাঙাবো॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুকুর ঘাটের পথ। কলসী কক্ষে কুঙ্কুম ও সাকিনার প্রবেশ।

কুঙ্কুম। হ্যাঁরে, সাকিনা,—তুই ঝগড়া করে বাপের বাড়ী চলে এলি! কেন ঝগড়া হ'ল ভাই?

সাকিনা। ঝগড়া কি আর অম্নি হয়, ঝগড়া বাধাইয়া নিলাম। এম্নি গ্যাহ, দিব্যি ভাল মানুষ; কিন্তু বাপের বাড়ী যাওয়ার নাম কর্‌লিই এহেবারে ত্যালে বাগুণে জ্বইল্যা ওঠে! আইচ্ছা, তুই ক' কুমু সই, বুড়া বাপজান আইজ আছে কাইল নাই; তারে এট্টু গ্যাখ্‌থে কি পোড়া পেরাণডা চায় না?

কুঙ্কুম। সে কথা সত্যি। কিন্তু তাই ব'লে ঝগড়া করাটা কি ভাল হ'ল!

সাকিনা। ক্যান্ হইল না শুনি? মুয়ে মুয়ে ঝগড়া হলিও আমাগো তো কইলজায় কইলজায় বে-মিল নাই! সে যে আমারে কী ভাল বাসে—তা কি আর ক'ব সই! বুঝ্‌বি, তোরও আপন জনরে বুকে ধর্‌তি পারলি তুইও বুঝবি সই,··· এ্কি, তোর চোহে পাণি আইল নাহি কুমু!

কুঙ্কুম। না, না, কোথায় চোখের জল! আচ্ছা, তুই আজ আয় সই, রাত হয়ে গেল। আমি পুকুর থেকে তাড়াতাড়ি কলসীটা ডুবিয়ে নিয়ে বাড়ী গিয়ে দেখি দাদা ফিরল নাকি।

[কুঙ্কুমের প্রস্থান ; সাকিনা প্রস্থানোদ্যতা ; এই সময় আড়াল হইতে সুবুদ্ধিরাম তাহাকে চাপা গলায় ডাকিল]

সুবুদ্ধি। সাকিনা—সাকিনা—

সাকিনা। কেডা ! ওমা, সুবুদ্ধি দাদা, তুমি এহানে ! আর, তোমারে তালাশ কইর‍্যা কুমুসই হয়রান !

সুবুদ্ধি। আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না বলেই তো আমি ডাকলাম তোকে। কুঙ্কুমকে বলগে—আমি আর বাড়ীতে ঢুকব না।

সাকিনা। ওমা, সেকি কথা ! সারাদিন তোমার নাওয়া নাই, খাওয়া নাই,...ভাবনায় কুমু এতক্ষণ পাণিটুক্ মুহে দেয় নাই ! বাড়ী আইস, খাবা না তুমি ?

সুবুদ্ধি। উঁহু, আজ আমার বিয়ের একাদশী। বিয়ে না করে জল গ্রহণ করব—সে বান্দা আমি নই।

সাকিনা। ঐ হইছে ! আবার কোন্ আটকুঁড়ীর বেটা যানি বিয়্যার জন্যি ক্ষ্যাপাইয়া দিছে ! যাই, সইরে পুখইর ঘাট থিক্যা পাঠাইয়্যা দেই গিয়া [প্রস্থান]

সুবুদ্ধি। ফুঃ, সইকে পাঠিয়ে দিলে তো আমার বয়েই গেছে। ভয় করি নাকি আমি তাঁকে, যে তার চোখ রাঙানি দেখে ঘাবড়ে যাব ! যখন হলুদে পাখীর ছা আনব...তখন তাকে নিয়ে...তাগ্‌ড়ুমাড়ুম্ বাদ্যি বাজিয়ে এই ভাবে বুক ফুলিয়ে বাড়ী ঢুকব—

[বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইতেছিল, সহসা কুঙ্কুমকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সাকিনা কুঙ্কুমের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিল]

কুঙ্কুম। দাদা, তুমি আবার সেই দেওয়ানের কাছে গিয়েছিলে!

সুবুদ্ধি। বাঃ রে···তুমিই যে বল্‌লে কোড়া ফিরিয়ে আনতে!

কুঙ্কুম। এনেছ কোড়া—?

সুবুদ্ধি। নাঃ। তা···নিক্‌গে না···ভা-রীতো দুটো কোড়া! অমন ঢের কোড়া আমি ধরতে পারি।

কুঙ্কুম। হুঁ···কিন্তু কোড়ার বদলে তুমি কি পেলে?

সুবুদ্ধি। (লজ্জিত ভাবে) হিঁ! সে আছে একটা জিনিষ···হিঁ! সে ভারী মানে ইয়ে···মানে একটা বেশ ডাগোর ডোগোর হলদে পাখীর ছ্যানা দেবে বলেছে।

কুঙ্কুম। ছি ছি! তুমি আর সেখানে যেয়ো না দাদা। তোমাকে নিয়ে আমি কি করব! তোমার এতটুকু বুদ্ধি নাই, নিজের ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা নাই···সবাই তোমাকে নাচিয়ে বেড়ায়! তুমি যদি আবার আমায় না বলে কোন্ দিন বাড়ী ছেড়ে বা'র হও—আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব—

সুবুদ্ধি। এই দেখ, ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল! বাঃ রে, তোকে কাঁদতে দেখলে আমার বুঝি কান্না পায় না—না? আমি বোকা; তুই আমায় শেকল দিয়ে বাড়ীতে আটকে রাখিস্ নে কেন কুঙ্কুম? তা হ'লে তো আর বাইরে যেতে পারি নে!

কুঙ্কুম। দাদা,—বাবা নেই, মা-ও নেই, আজ তুমিই আমার সব। তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর যে আমার কেউ নেই দাদা!

সুবুদ্ধি। কুমু, তুই ভারী বোকা। ভুলে গেছিস্—আমাদের চন্দন দেশে ফিরে এসে এবার লক্ষ্মণমাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হবে···! কুঙ্কুম তখন কি হ'বে রে সাকিনা?

সাকিনা। সই হ'বে তাহোন তা'র কুঙ্কুম-মাণিক্য।

সুবুদ্ধি। ঠিক বলেছিস কুঙ্কুম-মাণিক্য। হাঃ হাঃ হাঃ

কুঙ্কুম। খাবে এসো দাদা—

সুবুদ্ধি। তা চল,—তুই ভাবিস্ নে কুমু, চন্দন এতক্ষণে নিশ্চয় তোর চিঠি পেয়ে গেছে—

কুঙ্কুম। চিঠি!

সুবুদ্ধি। হুঁ হুঁ, তোর হয়ে দেওয়ান সায়েব কোড়ার পায়ে চিঠি বেঁধে চন্দনের কাছে উড়িয়ে দিয়েছে।

কুঙ্কুম। সেকি! কে বললে তোমাকে এ কথা!

সুবুদ্ধি। বাঃ, আমি মিছে বলছি! দেওয়ান সায়েব নিজে বললে আমায়—

কুঙ্কুম। কি বল্‌লে!

সুবুদ্ধি। বল্‌লে—"কুঙ্কুম যা'র কাছে চিঠি দিতে চায়—তা'রই কাছে একটী কোড়াকে উড়িয়ে দিয়েছি, দরকার হ'লে—পরে আর একটীকেও দেব।"

কুঙ্কুম। তার মানে!

সুবুদ্ধি। মানে সহজ! চন্দনকে তুই ভাল বাসতিস্—তোদের যখন বিয়ে—

কুঙ্কুম। তুমি চুপ কর দাদা! দেওয়ানকে ঐ কোড়া দিয়ে তুমি যে কী সর্ব্বনাশ করেছ—সে তুমি বুঝতে পারবে না··· বুঝতে পারবে না!

সুবুদ্ধি : বাঃ রে ! আমি কখন—

কুঙ্কুম । বাড়ী যাও বলছি···যাও—

সুবুদ্ধি । যা-চ্ছি—

[অপ্রস্তুতের মত প্রস্থান]

কুঙ্কুম । কি উপায় করি সাকিনা ! শুনেছি, সে ঈশাখাঁর নৌবহর নিয়ে রাজ্য উদ্ধার করতে ফিরে আসছে। তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব বুঝে দেওয়ান হয় তো তাঁকে প্রতারণার জালে বাঁধতে চায়। হয় তো, ঐ কোড়ার সাহায্যে কোনো মিথ্যা চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে ভুলিয়ে এনে···হায় হায়···শেষে আমার পোষা কোড়া আমারই শত্রুর কাজ করবে ! কি করি···কেমন করে বাঁচাই তাঁকে···যদি কোন উপায়ে একখানি চিঠি···

সাকিনা । চিঠির জন্যে ভাবনা কি সই ? আইস, আমার মণিমালা আছে—সে-ই তোমার চিঠি পৌছাইয়া দেবে।

কুঙ্কুম । মণিমালা ! তো'র সেই শিকারী পায়রার নাম ?

সাকিনা । সে ভারী আশ্চর্য্যি কইতর সই···ভারী আশ্চর্য্যি ! এমন কইরা বাপজান তা'রে শিখাইছে—ঠিক যানি ঘরের মনিষ্যি ; সব কথা শোনে সই···মণিমালা আমার সব কথা বোঝে—

কুঙ্কুম । তাহ'লে আর দেরী নয়। শিগগির আয় সাকিনা, তোর সেই পায়রা আমায় এনে দিবি···আয়···আয়···

[উভয়ের প্রস্থান ; অপর দিক হইতে ধলু মিঞার প্রবেশ]

ধলু । রহিম মেঞা,—বলি ও রহিম শালা—

[রহিমের প্রবেশ]

রহিম। কি ধলু ভাই, সোর্ পার ক্যান? আইথে আছি। নয়া জুতা পিন্দ্যা পায়ে বড় দরদ হইছে—তাই টিলিক্ দিয়্যা হাটতেছি। ইস, হ্যাহো, হ্যাহো, কোচাডায় বুঝি আবার জুতার থনে সইস্থ্যার ত্যাল ভইর‍্যা গ্যাল! হুত্তরি হালার সইস্থ্যার ত্যাল!···অদো, রুমাল হ্যান গ্যাল কোহানে আবার! হায় হায়, খোস্‌বাই মাহা রুমাল হ্যান···এই যে, পিরাণের জেবেই আছে। বোঝছ ভাই, কাচা বউডারে বাপের বাড়ী ফ্যালাইয়া আইছি, আমারে দেইহ্যা কান্দে যদি এই রুমাল দিয়্যা চইক্ষের পানি মোছাইয়া ক'ব "আউ, তুমি কাইন্দ না বউ, তোমারে নিতি আইছি।" বউ তহোন ফিক্ কইর‍্যা হাইস্যা ফ্যালাবি! এহেবারে রসোগোল্লার নাগাল মিঠ্যারে ভাই, আমার বউর হাসোন্ এহেবারে রসোগোল্লার নাগাল মিঠ্যা।

[সুরে]

রসোগোল্লার রস বুঝি ভাই টস্‌টসাইয়া ঝরেন,
আমার বউ এট্‌টুখানি হাস্য যদি করেন।

ধলু। তা' যাও মেঞা, তুমি রসোগোল্লা খাও গিরা, আমি ততক্ষুণ কাছারী বাড়ীডা এট্‌টু ঘুইর‍্যা আসি—

রহিম। কাছারী বাড়ী!

ধলু। জানোই তো মেঞা, কাম্‌ডা আরুডা পড়লে—দেওয়ান সায়েব আমারেই ডাহেন। নগ্‌দা কিছু পাওনাও হয়।

আর তা' ছাড়া, যারে তারে দিয়্যা তো আর সে কাম্ চলে না !

রহিম । কি এমন কাম ?

ধলু । সে অনেক কাম্ আছে মেঞা। বোঝ্ছ না, ছ্যাশ ভইরা লুঠ তরাজ আরম্ভ হইছে। এহন কি আর আমার মত হাতছাপাই জানা গুণী মাইন্ষের কামের অভাব ! এই যেমন ধরো—কারু মাইয়্যা ছেইল্যারে পার কইর্যা দিলাম···কারুর ঘরের সোমত্ত বউরে আন্ধার রাইতে গাঙ পারে রাইখ্যা আলাম—

রহিম । কি ! কি কইলি ! তুই মান্ষির ঘরের বউ ঝি চুরী করতে সাহায্য করিস্ !

ধলু । চুপ···চুপ···চইটোনা ভাই ! যা করি তা করি—খাটী মোছলমানের ছাওয়াল আমি ঃ দেওয়ান হালারে তা বইল্যা মোছলমানের বউঝি ছুইতে দেই না। কেবল হিন্দুর মাইয়্যা—

রহিম । তোবা তোবা ! হিন্দুরই হউক আর মোছলমানেরই হউক—যে নাকি অপরের বউ—তারে খাটী মোছলমানের ছাওয়াল কেবল "মা" বইল্যা জানে। যে তা জানে না—সে মোছলমান নয়রে—সে বেইমান···বেইমান। আইজ্ তুই পাপ কম্মের সুবিধার জন্যি—হিন্দু মোছলমানে তফাৎ করিস্ ! আরে পোড়া কপাইল্যা,—খোদাতাল্লা যহোন আস্মান থনে চান্দ সুরযের পেয়ালা ভইর্যা আমাগো মাথায় আলো ঢাইল্যা দ্যান—তহোন কি তিনি

হিন্দু মোছলমানে তফাৎ করেন? বাইষ্যা কালের পানির ঢল্ যহোন খোদার মেহেরবাণীতে ক্ষ্যাত ছাপাইয়্যা নামে— তহোন কি ক্যাবল মোছলমানের জমিনেই ফসল ধরে? সেই পানি পাইয়্যা হিন্দুর জমিনেও কি সোণালী ধানের ছড়া নাইচ্যা ওঠে না? একই আসমানের নীচে, একই দ্যাশের মাটীতে খোদা-তাল্লা যাদের আমাগো সুখ দুঃখের ভাগী কইর‍্যা পাঠাই-ছেন—সেই হিন্দুরে তুই তফাৎ কর্‌তে চাস্? সেই হিন্দু মা বুইনের গায়ে তুই হাত তোলতে চাস্!

ধলু। আরে না না, কলাম বুইল্যাই কি হাত তোললাম! তুমি শ্বশুরবাড়ী ঘুইর‍্যা আসো গিয়্যা…আমি তোমার লগেই মাও বাইয়্যা দ্যাশে যাব। বউরে তৈরী হইতে কও গিয়া; আমি এই গেলাম আর অ্যালাম— [প্রস্থান]

রহিম। যাই তয়। আছা, আমার বউডা এহোন কি করতেছে! আমার জন্যে কি হুড়ুমের মোয়া বানাইতেছে! ইস্,— দ্যাহ, কইলজ্যাডা জানি আমার ফালাইয়া ওঠ্‌তেছে! ওরে বউরে,—আমার আন্ধার ঘরের চান্দের আলো রে, —তুই আয়রে…আয়…

গীত

আমার আন্ধার ঘরের চান্দের আলো,
আইস আমার ঘরে—
পিছল হইল যুগল নয়ান
বাদল ঝইরে ঝইরে॥

আমার আঁচল পাইত্যা বইস বন্ধু, না থাউক পালঙ্ক—
আমি কাজল কইর‍্যা প'রব চোখে তোমার কলঙ্ক।
কালো গাঙের ছলছলে
কত ব্যথার মাণিক জ্বলে,
তুমি নাইরে বন্ধু আমার,
মনডা কেমন করে'!

[প্রস্থান]

[পায়রা হস্তে কুঙ্কুম ও সাকিনার পুনঃ প্রবেশ]

সাকিনা। হিঃ হিঃ হিঃ। সই, ও কুমু সই, কাণ্ডডা দেখ, আমার মেঞাজানের গোস্‌সা ভাঙ্গছে! বুঝি আমারে ফিরাইয়্যা নিতি ভুলুয়ায় আইছেন। দাঁড়াও, শিগগির মেঞারে ধরা দেব না! হিঃ হিঃ হিঃ—

কুঙ্কুম। তোর বরাত ভাল সাকিনা,—জানি না আমার অদৃষ্টে কি আছে—

[পায়রার পায়ে চিঠি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিল]

সাকিনা। তুই কিচ্ছু ভাবিস না সই। ও আমার মণিমালা কইতর্‌-রে মণিমালা কইতর্‌! ঐ কইতর্‌ দূতী পাঠাইয়্যা একদিন আমি আমার পিরীতির জনারে পাইছিলাম। তাই খোদার কাছে মোনাজাত করি, ঐ গুণী কইতর্‌ যানি তো'রও পিরীতির জনারে আইন্যা দ্যায়—

কুঙ্কুম। তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক সই···ফুলচন্দন পড়ুক।

—০—

তৃতীয় দৃশ্য

মেঘনা তীর। অদূরে একখানি জাহাজের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। মেঘের ফাঁকের স্তিমিত চাঁদের আলো নদী জলে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

চন্দন ও মধুময়ের প্রবেশ।

চন্দন। কি ভাবছ মধুময়?

মধু। ভাব্‌ছি মহারাজ—

চন্দন। চুপ্…তোমার কাছে আমি মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য নই, তোমার বাল্য-বন্ধু চন্দন।

মধু। তা জানি চন্দন; ভাবছিলাম—

চন্দন। বল, কি ভাবছিলে?

মধু। ভাবছিলাম চন্দন, দেওয়ানের পত্র অনুযায়ী সমস্ত নৌবহরকে দূরে রেখে এরূপ নিঃসঙ্গ ভাবে আসাটা কি ভাল হ'ল! মাঝি মাল্লারা বলছিল সবাই, এ অঞ্চলে ভয়ানক মগদস্যুর উপদ্রব…তার ওপর রয়েছে দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যু রঘু ডাকাতের দল।

চন্দন। শুভকার্য্য করতে হ'লে অনেক অতর্কিত বিপদ আপদকেই বীরের মত উপেক্ষা করতে হয় বন্ধু। দেওয়ান আমাকে লিখেছে, যদি সাহাবাজপুর খালের কাছে আমি আজ রাত্রে গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি—সে আমায় এমন সাহায্য করতে পারে—যাঁতে করে—সাহাবাজপুর, সন্দীপ,

কস্‌বার দুর্ভেদ্য দুর্গ, এমন কি সমস্ত হৃতরাজ্য আমি বিনা রক্তপাতে ফিরিয়ে পাব। দেওয়ানের এ আমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না মধুময়—

মধু। কিন্তু দেওয়ানের মনে যে কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি নাই—তার প্রমাণ ?

চন্দন। সেও তো বলছি বন্ধু,—বীরের ন্যায় বিপদ আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই আজ প্রয়োজন। হ্যাঁ, তা ছাড়া, আমি যে তা'র বিশ্বস্ততার প্রমাণও পাই নি, এমন নয়। ঐ পত্র-বাহক সুশিক্ষিত কোড়া পাখী—ও ছিল এক সময় আমারই। আমি কুঙ্কুমকেঁ উপহার দিয়েছিলাম ওর দু'টী।

মধু। চন্দন—

চন্দন। তুমি ভেব না মধুময়! শত্রুর চক্রান্তে আজ পাঁচ বছর ধরে রাজ্যচ্যুত হ'য়ে কত না দুর্ব্বিপাকের সঙ্গে লড়াই করে আসছি আমরা! আমার সরলপ্রাণ ভাই রামানুজকে সিংহাসনে বসিয়ে, একদিকে চলেছে দেশবাসী দুর্ব্বৃত্তের স্বৈরাচার, আর একদিকে চলেছে আরাকানী মগের অকথ্য উৎপীড়ন! যত দূর দেশেই থাকি, যখনই মনে পড়ে মধুময়,—মেঘনাদ, ভৈরব, ধলেশ্বরীর বুকে লক্ষীমন্ত বাঙ্গালী সদাগরের বাণিজ্য তরী আর তেমন করে' পাল উড়িয়ে চলে না,—বাঙ্গালী নাবিকের দরদী-কণ্ঠে-গাওয়া সেই ভাটিয়াল, বাউলের সুরে সুরে আর তেমন করে বাংলার দোয়েল পাপিয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠে না,—যখনই

মনে পড়ে মধুময়,—বাংলার বীর লাঠি ছেড়েছে, বাংলার চাষী হাল ছেড়েছে, বাংলার চারণ-কবি তা'র কাজল রাতের বাঁশীকে কালো জলের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে—আমার বুক ভেঙ্গে যায়—মধুময়, বুক ভেঙ্গে যায়! তাই ছুটে আসি পাগল হ'য়ে আমার সোনার বাংলার কোলে মাথা গুঁজে একটু কাঁদতে—

মধু। চন্দন, চন্দন,— [নেপথ্যে কোলাহল —"ধর্‌লে—ধর্‌লে"] একি, কিসের কোলাহল!

[নেপথ্যে—"ঐ যাঃ, পায়রাটাকে মেরে ফেলল বুঝি!"]

মধু। পায়রা! কোথায়! (আকাশে চাহিয়া) ঐ…ঐ দেখ চন্দন, একটা পায়রা আর একটা কোড়া পাখী আকাশে লড়াই করছে!

চন্দন। তাই তো! পায়রাটা আমাদের জাহাজে নামতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোড়াটা ওকে নামতে দিচ্ছে না! ভীষণ আহত হয়ে তবুও পায়রা তা'র গন্তব্য পথ ত্যাগ করছে না! অনুমানে বোধ হয়, ঐ পায়রা আমাদের জন্য কোনও গোপন সংবাদ বহন করে আনছে,—শত্রুপক্ষী লোক তাই কোড়া দিয়ে ওকে শিকার করতে চায়! মধুময়, বন্দুক, বন্দুক—

[মধুময়ের হাত হইতে বন্দুক লইয়া গুলি করিল]

মধু। অব্যর্থ তোমার লক্ষ্য—কোড়াই পড়েছে—

চন্দন। পায়রাটাও আহত; পড়ে গেল! চল দেখি—

[নেপথ্য হইতে রক্তাক্ত পায়রা লইয়া আসিল; তাহার পায়ে চিঠি বাঁধা]

চন্দন। চিঠি!···হঠাৎ মেঘ করে এল মধুময়, বড় অন্ধকার—

মধু। মশালচী, মশালচী,—

(দুইজন মশালচী মশাল লইয়া ছুটিয়া আসিল ; সেই আলোতে চন্দন চিঠি পড়িল)

চন্দন। সর্ব্বনাশ! মধুময়, আমরা প্রতারিত! কুঙ্কুমের চিঠি··· লিখেছে, দেওয়ানের মনে গুপ্ত অভিসন্ধি!

মধু। এখন আদেশ!—

চন্দন। এই মুহূর্ত্তে সাহাবাজপুর ছেড়ে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। শিগ্‌গির চল···জাহাজ খোলো···জাহাজ খোলো—

(চন্দন, মধুময়ের প্রস্থান···মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ···)

১ম মশালচী। সর্ব্বনাশ! গাঙের মদ্দি ঐ একটা নাল আর একটা নীল বাতি জ্বলতিছে না!

২য় মশালচী। তাইতো! ও যে রঘু ডাকাইতের নিশানা! শালা দুই কোশ দূর হইতে শিকারের গন্ধ পাইয়া ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে!···পালা রে ভাই, পালা···

(নেপথ্যে কোলাহল "ডাকাত! ডাকাত!···আল্লা আল্লা রসুল··· আল্লা আল্লা রসুল···" চন্দন ও মধুময়ের পুনঃ প্রবেশ)

চন্দন। সর্ব্বনাশ! জাহাজে উঠবার পথ নেই! চারিদিক থেকে ডাকাতেরা ঘিরে ফেলেছে! বারুদখানা···মধুময়, কোন রকমে বারুদখানা অধিকার করা চাই!···এস, আমরা ডুব সাঁতারে জাহাজে পৌঁছিবার চেষ্টা করি—

(তাহারা জলে ঝাঁপ দিতেছিল, এই সময় দস্যু দল আসিয়া পড়িল)

মেঘা। হাঃ হাঃ হাঃ, কোথায় পালাবে !

(পশ্চাত্ত হইতে লাঠির আঘাতে মধুময় পড়িয়া গেল ! চন্দন
ক্ষীপ্র হস্তে লাঠি লইয়া দস্যুদের সঙ্গে লড়িতে লাগিল
দস্যু সর্দ্দার রঘুনাথ ছিপের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে
যুদ্ধ দেখিতে লাগিল)

রঘু। হাঃ হাঃ হাঃ। লাঠি খেলাতে এসেছে ছোক্‌ড়া রঘু সর্দ্দারের সাক্‌রেদের সঙ্গে ! লাঠি কেড়ে নিয়ে ওর হাতে একটা চুষী কাঠি তুলে দে না ! হাঃ হাঃ হাঃ—

(কিন্তু সর্দ্দার যখন দেখিল তাহার দলের লোকেরা একে একে
লাঠির ঘায়ে পতিত হইতেছে—তখন তাহার বিস্ময়ের
অবধি রহিল না)

একি ! এমন আশ্চর্য্য লাঠির প্যাঁচ—এ ছোঁড়া শিখ্‌লে কোথা হতে ! আরে, সাবাস্‌ সাবাস্‌ সাবাস্‌ বেটা !··· শালা রত্না,—এই লাঠির বড়াই নিয়ে আমার দলে ভিড়েছ ! একটা পুঁচকে ছোঁড়ার সঙ্গে পারলি নে ! মর্‌ শালা জলে ডুবে···(রত্নার পতন) নাঃ—কেউ তুলিস্‌ নে। বহবা···বহবা···বহবা ! এই, ধর্‌তো এক শালা আমার গড়গড়াটা···আমাকেই শেষে লাঠি ধরতে হ'ল ! পেছিয়ে যা হারামজাদা কেষ্টা,—আয় মরদ্‌, তোর কব্জির জোর দেখি একবার (লড়াই করিতে করিতে) বহবা···বহবা···বহবা···সাবাস্‌···মায়ের দুধ খেয়েছিলি বটে বাচ্চা—

(হঠাৎ এক আঘাত পাইয়া রঘু ডাকাত রুখিয়া উঠিল···
দ্বিগুণ বিক্রমে লড়াই আরম্ভ করিল···শ্রান্ত ক্লান্ত
চন্দন তাহার লাঠির ঘায়ে টলিয়া
জলে পড়িল)

রঘু। 　হাঃ হাঃ হাঃ

মধু। 　ওঃ, চন্দন···চন্দন—বন্ধু আমার—

রঘু। 　(চীৎকার করিয়া উঠিল) কি! কি বল্‌লি নাম! চন্দন! বিশ্বম্ভরশূরের পৌত্র!

মধু। 　হ্যাঁ···হ্যাঁ···চন্দন···রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য!

রঘু। 　ওরে, সর্ব্বনাশ করেছি···সর্ব্বনাশ করেছি! অন্ধকারে নিজের পাঁজরে লাঠী বসিয়েছি! কোথায় গেল···ধর্ ধর্···চন্দন···চন্দন—

(সর্দ্দার জলে ঝাঁপ দিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মনিঝিল সংলগ্ন পুষ্প বীথিকা। অনুরাধা একাকী গাহিতেছিল

গীত

শ্যামল বরণী, বঙ্গ জননী, মা তোমারে ভাল বাসি,
ওমা তোরে ভালবাসি।
গঙ্গা যমুনা ধারার সমান
তোর মিলেছে কান্নাহাসি॥
শাঙন্-মেঘের ছলছল চোখে
ঝরে তোর আঁখিজল,
কদম্ব-বনে দোল্ দিয়ে যায়
বেদনা সে চঞ্চল।
হাসিখানি তোর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
শারদ প্রাতের শিউলী তলায়,
নূয়ে নুয়ে পড়ে দুটী রাঙা পায়
প্রাণের পুলক রাশি॥

[রামানুজ রায় প্রবেশ করিয়া তাহার গান শুনিতেছিল। গান শেষে কাছে আসিয়া ডাকিল]

রাম। 　সুন্দরি,

অনু। 　কে !

রাম। 　উঁহু, চম্‌কে উঠো না ; বনে এলেও আমি বনমানুষ নই, ···আমি রাজা রামানুজ রায়।

অনু। 　রাজা ! কিন্তু আমি তো খবর পাঠিয়েছি, আমি আপনার প্রাসাদে নাচব না !

রাম। 　তা জানি ; নাচতে তোমাকে বল্‌ছি না। বরং নাচবে না বলেই তো তোমায় একবার দেখ্‌তে সাধ হ'ল। শুনলাম ভীণ্‌দেশী এক তরুণী নর্ত্তকী আট লক্ষ টাকায় মণি-ঝিলের প্রাসাদ ক্রয় করেছে। দুটী দিন যেতে না যেতেই তার রূপের খ্যাতি এ নগরের সমস্ত তরুণ ভ্রমরের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। তাই একবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে দেখতে এলাম তোমাকে। ভাবলাম, সে কেমন নর্ত্তকী—যে রাজপ্রাসাদেও নাচে না !

অনু। 　আমার গৃহে আসুন—

রাম। 　কিন্তু তার পূর্ব্বে জানতে পারি কি, ওগো মধু-মালতী কুঞ্জ বিহারিণী—কোন্ বিদেশের পুণ্য তীর্থে তোমার ঘর, আর কোন্ মধু-স্মৃতি বিজড়িত তোমার নাম ?

অনু। 　ঘর আমার নেই রাজা, নাম অনুরাধা।

রাম। 　অনুরাধা ! বাঃ, বেশ মিষ্টি নাম তো ! কিন্তু মিষ্টি হ'লেও তবু ঠিক আস্বাদন করা যায় না। যেন কতকটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে ! তোমার পরিচয় ?

অনু। 　নর্ত্তকীর অন্য পরিচয় নেই রাজা। দেশ দেশান্তরে ঘুরে

বেড়াই, আর মনের খেয়ালে নাচি গাই…এই আমার পেশা। যাচ্ছিলাম ঝড় তুফান মাথায় করে মেঘনা নদীতে ময়ূর পঙ্খী ভাসিয়ে। খানিক বাদে ঝড় জল থেমে গেল। মেঘের ফাঁকে ঝরা চাঁদের আলোয় হঠাৎ যেন দেখলাম সেই কূলহারা নদীর জলে—

রাম কি…কি দেখলে ?

অনু। (সহসা প্রসঙ্গে অন্যদিকে ঘুরাইয়া) নাঃ, বলছিলাম যে হঠাৎ সেই কুলহারা নদীর দিকে তাকাতে তাকাতে যেন কূল দেখতে পেলাম! জ্যোৎস্নায় ভেজা শ্যামায়িত বন—ভারি সুন্দর লাগলো চোখে! তাই নেমে এলাম নৌকা ছেড়ে এই কূলে ; বনের বিহগী আমি, বাধলাম এখানেই আমার দু'দিনের বাসা!

রাম। দু'দিনের বাসা কেন সুন্দরি ? যদি সত্যিকারের ভালবাসা পাও তা হ'লে কি চিরদিন থাকবে না এখানে ?

অনু। ভালবাসা! হাঃ হাঃ হাঃ

রাম। কি…হাসলে যে ?

অনু। ভাবছি, নর্ত্তকীর আবার সত্যিকারের ভালবাসা!

রাম। কেন—নেই ?

অনু। নেই…থাকতে নেই। নর্ত্তকীর থাকে শুধু দেহ…শুধু রূপ…শুধু যৌবন।

রাম। সে রূপ, সে দেহ, সে যৌবন তো জোর করেই পাওয়া যায় ; কিন্তু মন ?

অনু। নর্ত্তকীর মন নয়…পাথর। তা'তে চোখের জলের দাগ

বসে না; তাকে জাগাতে হ'লে চক্‌মকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে নিতে হয়।

রাম। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর দেবী! বুঝলাম, আমার কাছে ধরা না দাও—কিন্তু একদিন তুমি জাগবে। যদি আঘাতের ব্যথা তোমার পাষাণ বুকে না পেয়ে থাক—তাহ'লে আঘাত পেয়ে যে ঘুমন্ত পাথর জেগে ওঠে—এ কথা তুমি জোর করে বলতে পারতে না। বিদায়— (প্রস্থান)

অনু। হে মহাজ্ঞানী, তুমিও উদ্দেশে আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। শুনেছিলাম, ভুলুয়ার রাজা এক তরল-মতি যুবক! কিন্তু তোমায় দেখে বুঝলাম, জনরব শুধু মিথ্যারই প্রশ্রয় দেয়।···বাংলার বুকে এসে কত বিচিত্র বিস্ময়ই না আমার চোখে পড়ল! কূলহারা মেঘনার আবর্ত্তের মাঝে পেলাম আমার প্রিয়তমকে···আর আজ এই ধূসর-সন্ধ্যায় দেখলাম রাজা—তোমাকে! যাই, বহুক্ষণ তাঁকে দেখিনি; আবার হয়তো—

[প্রস্থানোদ্যতা]

নেপথ্যে চন্দন। অনুরাধা···দেবী অনুরাধা—

(চন্দন প্রবেশ করিতেই অনুরাধা উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহার দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল)

অনু। এই যে, এসেছ! কিন্তু কেন উঠে এলে! কবিরাজের নিষেধ মনে নাই!

চন্দন। অনুরাধা, আমি বলতে এলাম কী মিষ্টি তোমার নাম!

অনু। তাই নাকি! কিন্তু ওগো বন্ধু, আমার নামের যা কিছু মাধুর্য্য সে শুধু তোমার মুখের ওই উচ্চারণে!

গীত

আজি বাদল বেলায়—
কে তুমি পথিক, ঝুলনে দুলিছ বকুলের ঘন ছায়!
আজি বারি ধারা ঝরঝর
হিয়া কাঁপে থরথর—
চাতকীর প্রায় বুঝি যেতে চায় গগনের কিনারায়!

চন্দন। অনুরাধা, দেবি অনুরাধা—

অনু। কি!

চন্দন। কি সুন্দর তোমার গান!

অনু। সুন্দর!

চন্দন। আর, কি সুন্দর তুমি নিজে!

অনু। আমাকে দেখতে তোমার ভাল লাগে?

চন্দন। হ্যাঁ—

অনু। এর পর আর এক দিন আমায় অসুন্দর বলে ত্যাগ করে যাবে না তো বন্ধু?

চন্দন। না—কখনও না।

অনু। আচ্ছা, বন্ধু, তোমার কি কিছুই মনে পড়ে না?

চন্দন। কি?

অনু। এই—তুমি কে···কোথা হ'তে এলে···কোথায়ই বা চলেছিলে···কিছু মনে পড়ে না?

চন্দন। না—

অনু। তুমি কা'র পুত্র···তোমার পিতামাতার পরিচয়—

চন্দন। জানি না—

অনু। একদিন আহত অবস্থায় মেঘনার জলে ভেসে আসছিলে তুমি···আমি দেখতে পেয়ে আমার বজরায় তোমাকে তুলে নিলাম ! মনে পড়ে না—কিসের সে আঘাত ? কেন তুমি ভেসে আসছিলে—

[চন্দন তাহার অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল···সেখানে শুধু রাশি রাশি অন্ধকার জমাট্ বাঁধিয়াছিল···দু'হাতে ঠেলিয়াও সে অন্ধকারের কূল কিনারা পাওয়া যায় না···ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল যেন বিজলী খেলিতে লাগিল]

চন্দন। অনুরাধা, আমার মাথায় বড় ব্যথা !

অনু। থাক্, তোমাকে আর ভাবতে হ'বে না, তুমি শোও—আমি তোমায় গান শোনাচ্ছি—

[চন্দনকে শিলা বেদীতে সযত্নে শায়িত করিয়া অনুরাধা গান ধরিল]

পূর্ব্ব-গীতের দ্বিতীয় অংশ

*　　*　　*

কদম তমাল বনে বাজে রিনি ঝিনি
চিনি চিনি যেন অই মৃদু পদধ্বনি !
এল কি পরাণ-বঁধু　　অধরে মিলন মধু
গোপন-স্বপন সম মোর আঙীনায় !
আজি বাদল বেলায়—

[গীতান্তে অনুরাধা আপন মনে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

চন্দন। ওকি! দেবি, তুমি হাসলে যে?

অনু। হাস্‌লাম একটা কথা মনে করে!

চন্দন। কি?

অনু। সেদিন মা বলছিলেন যে কবিরাজ মশাই নাকি বলেছেন হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে তোমার স্মৃতি লোপ হয়েছে; আবার দৈবাৎ কোন আঘাত পেলে তোমার লুপ্তস্মৃতি ফিরে আসবে। তাই—

চন্দন। তাই—কি?

অনু। তাই, মা বলছিলেন, দরোয়ান ডেকে তোমার মাথায় ঘা দু তিন লাঠির বাড়ি বসিয়ে দিতে!

[উভয়ের প্রবল হাস্য।···কিন্তু হাসিতে গিয়া চন্দন সহসা অব্যক্ত যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

অনু। কি হ'ল?

চন্দন। [মাথা টিপিয়া] কিছু ভাবতে গেলেই আমার মাথার ভিতরটায় কেমন যন্ত্রণা বোধ হয়!

অনু। তবে আর ভেবে কাজ নাই! এস, ওই দোলনাটায় দু'জনে একটু দুলি।

[অনুরাধা ফুল দোলে বসিল; চন্দন তাহাকে দোলা দিতে দিতে বলিল]

চন্দন। আচ্ছা, দেবি, আঘাত পেলে যদি লুপ্ত-স্মৃতি ফিরে আসে, তখন?

অনু। তখন হয় তো এ অনুরাধার কথা তোমার আর মনেই থাক্‌বে না; হয় তো কোথায় তুমি ছুটে পালাবে!

চন্দন। না···না···একথা ভুলেও ভেব না। লুপ্তস্মৃতি ফিরে এলেও তোমাকে ফেলে আমি কখনও যেতে পারব না! আচ্ছা, দেবি,—

অনু। কি!

চন্দন। আমার যেন মনে হচ্ছে কে বাইরে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে চোখের জল ফেলছে! কা'র যেন হুহুশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগছে···আর ঝরঝর করে' তার চোখে জল গড়াচ্ছে।

অনু। (ভীত কণ্ঠে) তুমি থাম···তুমি চুপ কর। বাইরে কাঁদবে কে? দেখছ না—আকাশে মেঘ করে এসেছে, জল পড়ল বলে!

চন্দন। বৃষ্টি! কিন্তু আমার মনে হয়—ওই বৃষ্টির পিছনে থেকে কে যেন আমায় টানে···সারা দিনরাত ধরে ঝড়জল মাথায় নিয়ে কে যেন আমায় খোঁজে!

অনু। না···না···কেউ খোঁজে না! ওগো বন্ধু, তুমি আমার তুমি আমার···আর কারও নও।

চন্দন। আচ্ছা দেবি,—যদি সে আসে···ধরে নাও না কেন··· ঝড়জল মাথায় নিয়ে যে আমায় খুঁজে বেড়ায়···যদি সে আসে···তাহলে পারবে অনুরাধা দেবি, পারবে আমায় ধরে রাখতে?

অনু। পারতাম···ওগো বন্ধু, পারতাম নিশ্চয়ই তোমায় ধরে রাখতে, যদি আমাদের এ পরিচয় সত্য হ'ত। কিন্তু আমার বড় দুঃখ যে তোমাকে আমি সত্যের ভিতর দিয়ে

পেলাম না…পেলাম স্বপ্নের ভিতর দিয়ে; জাগরণের ভিতর দিয়ে পেলাম না…পেলাম বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে! ওগো বন্ধু,—কোন দিন…কোনদিন কি তুমি তোমার সত্য পরিচয় নিয়ে আমার সামনে এসে এমনি কোরে মুখোমুখি দাঁড়াবে না? আজ এই বর্ষণ-মুখর আঁধার সাঁঝে যে মানুষটি আমার এত কাছে—ভোরের আলোয় চোখ মেলে চেয়ে—সে কি আর আমায় চিনতেও পারবে না?

(অনুরাধার গীত)

তুমি কি জাগিবে না!
কাছে কাছে রহ তবুও বিরহ
সে কি গো ঘুচিবে না!
গান-জাগানীয়া বন্ধু আমার, গানে গানে তুমি জাগো,
প্রাণ-রাঙানীয়া প্রাণের পীতম, রঙে রঙে তুমি জাগো।
কুসুম সমান জাগালে আমায়
কেন বল যদি নাহি রাখ পায়!
কী হ'বে বাঁশীতে নিঠুর পীতম,
যদি সে বাজিবে না!

পাতা মুড়বেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগর পথ। কীর্ত্তিধর ও মৌসং।

কীর্ত্তি। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার রাজা! আমি বুঝতে পারি না, ডাইনে বাঁয়ে ছিল তোমার নৌবহর···অথচ সে কেমন করে পালিয়ে যায়!

মৌসং। জাহাজ আটক করেছি আড়িয়াল খাঁর মুখে; কিন্তু তা'তে জনপ্রাণী মাত্র নেই! বোধ হয়, তা'রা অন্ধকারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে!

কীর্ত্তি। কিন্তু পালাবে কেন! আমি তাকে সংশয়ের অবকাশ মাত্র দিই নি।

মৌসং। তুমি না দাও, আর কেউ তো দিতে পারে! মনে পড়ে, সেই পায়রা?

কীর্ত্তি। সম্ভবতঃ কুঙ্কুম উড়িয়েছিল; কিন্তু আমি তা'র পিছনে শিকারী কোড়া লেলিয়ে দিয়েছিলাম। কুঙ্কুমের চিঠি তা'র হাতে পড়তে পারে না। শিকারী কোড়ার লক্ষ্য অব্যর্থ।

মৌসং। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার অবকাশ নেই আমার দেওয়ান সাহেব। এখন আমাদের কী কর্ত্তব্য তাই বল।

কীর্ত্তি। কর্ত্তব্য! তাই তো! যে করে হোক্ তার সন্ধান করতে হ'বে, তাকে ধরতে হবে। অনুমানে বোধ হয়, পালিয়ে সে বেশী দূরে যেতে পারে নি, হয়তো এই নগরের কোনো গুপ্ত স্থানে সে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

মৌসং। তা যদি হয়, আমার সৈন্যদের হুকুম দিচ্ছি, তা'রা সারা শহর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে! নগরবাসীদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে গুড়ো করে মাটীর সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। তারপর যেখানে তাকে পাবে—তার জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে আসবে।

কীর্ত্তি। না···না, এর জন্যে সারা নগরে অত্যাচার করলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা।

মৌসং। বিদ্রোহ কা'র বিরুদ্ধে? অত্যাচার করবে আরাকানরাজ মৌসং; দেওয়ান কীর্ত্তিধর দত্ত নয়। বিদ্রোহ! আমাদের ষড়যন্ত্রে একদিন যে তার পিতৃরাজ্য হারিয়েছিল···এই ভুলুয়ার রাজ-তক্তে যে সত্যিকারের অধিকারী···সে যদি সত্যই নগরে প্রবেশ করে থাকে—তাহ'লে কি নগরে বিদ্রোহের সম্ভাবনা নেই?

কীর্ত্তি। সে কথা সত্য! তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই করুন। কিন্তু, সর্ব্বাগ্রে সেই কুঙ্কুম নাম্নী বালিকার গৃহ অনুসন্ধান করুন! তার ভাইকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি করেছি।

মৌসং। সে আমি অনুসন্ধান করব দেওয়ান সাহেব। তাকে যদি সেখানে বন্দী করতে পরি তো ভালই; আর যদি না পাই সেখানে—তা হ'লে তোমার প্রাসাদ চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখো' দেওয়ান সাহেব,—তোমার চোখের সামনে তোমার হতভাগা দেশবাসীরা কেমন করে গুলীর আঘাতে নির্ম্মম মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ে! বাঙালীজাতের ওপর বাঙালী-

প্রভুরই ইঙ্গিতে—বিদেশী আরাকানীর কঠোর শাসন··· নির্ম্মম নিষ্পেষণ। মনে আছে তা'র সর্ত্ত—

কীর্ত্তি। আছে রাজা; সাহাবাজপুর ও সন্দীপের অধিকার।

(মৌসংএর প্রস্থান। বন্দী সুবুদ্ধিরামকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

সুবুদ্ধি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দেওয়ান সাহেব, দেওয়ান সাহেব, আমায় ওরা বেঁধে ফেলেছে গো! আমি কিছু করি নি··· ওদের আমি বিয়ে করতেও চাইনি···তবু শুধু শুধু এমন শক্ত করে বাঁধল যে হাত নাড়াতে কষ্ট হয়!

কীর্ত্তি। তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি সুবুদ্ধিরাম, যদি আমায় একটি সত্যি খবর দাও।

সুবুদ্ধি। কিন্তু আর কোড়া পাখী নেই তো আমাদের!

কীর্ত্তি। কোড়া নয়; তুমি জানো, চন্দনকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তোমার বোন?

সুবুদ্ধি। কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সে আমি জানি না। সে কথা কয় না.; খালি চন্দনের জন্যে কাঁদে—

কীর্ত্তি। চন্দনের জন্যে কাঁদে! তাহ'লে হয়তো চন্দনের খোঁজ সে-ও এখনো···থাক্‌গে। কুঙ্কুম কোথায় সুবুদ্ধিরাম?

সুবুদ্ধি। ঐ যে বল্‌লুম, দাওয়ায় বসে কাঁদে! তোমার খালি "কুঙ্কুম আর কুঙ্কুম—"···কিন্তু আমি যে হাতের ব্যথায় কাঁদছি সে দেখছ না বুঝি?—বাঁধন খুলতে বল!

কীর্ত্তি। একটু অপেক্ষা করো সুবুদ্ধিরাম,—আমি তোমার বোনকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। তোমার বোন এলেই তোমায় আমরা মুক্ত করে দেব।

সুবুদ্ধি। কুঙ্কুমকে আনতে লোক পাঠালেই হ'ল! সে আসবে, না এই কঁচু!

কীর্ত্তি। আসবে না!

সুবুদ্ধি। উঁহু—তোমার কথা তো সেদিন আমিই তাঁকে বলেছিলাম।

কীর্ত্তি। কি বলেছিলে?

সুবুদ্ধি। বলেছিলাম, দেওয়ান সাহেব বলে, মালিনীকে দিয়ে যে কথা তোকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার জবাব দিস্‌নে কেন? কুঙ্কুম মাথা উঁচু করে বললে, "দেওয়ানকে বলে দিও দাদা, সে যেন নিজে আমার বাড়ীতে এসে জবাব নিয়ে যায়। তার মুখের মত জবাব দেবার জন্যে আমি আমার সঁকড়ী-নিকানো ঝ্যাঁটা ঠিক করে রেখেছি!"

কীর্ত্তি। হুঁ, স্পর্দ্ধা বটে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব!

[নেপথ্যে গুলির আওয়াজ]

সুবুদ্ধি। ওরে বাবা,—বন্দুক চালায় কে!

কীর্ত্তি। বন্দুক নয় সুবুদ্ধিরাম, তোমার বোন আমায় ঝ্যাঁটা দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করবে বলেছে না?—তাই আমিও তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে ঐ রসুনচৌকীর আয়োজন করেছি। ওরে, এই অপদার্থটাকে নিয়ে যা। চোখের ওপর ওর বোনের সম্বর্দ্ধনার ঘটাটা একবার দেখে আসুক।

[দেওয়ানের প্রস্থান]

সুবুদ্ধি। বাঃ রে, হাতের বাঁধন না খুলেই টানাটানি কচ্ছ যে! ক্ষিধে পেলে আমি খা'ব কি করে!

[সুবুদ্ধিরামকে লইয়া প্রহরী যাইতেছিল। ছদ্মবেশী রঘু পিছন হইতে তাহার কান টানিয়া ধরিল]

প্রহরী। কে !

রঘু। তোর বাবা —

[চপেটাঘাতে প্রহরী ঘুরিয়া পড়িল…উঠিয়া কোনমতে পলাইল]

সুবুদ্ধি। ই-রি-রি-রি-রি ! গেছি…গেছি—

রঘু। [শিকল টানিয়া ছিঁড়িয়া] তোমার ভয় নেই—পালাও—

[সুবুদ্ধিরামের প্রস্থান]

[মেঘনাথের প্রবেশ]

মেঘনাথ। সর্দ্দার,—সর্দ্দার,—তুমি এ কি কর্ল্লে ! রাজার প্রহরীকে মেরে শেষে গোলমাল বাধাবে ! দোহাই সর্দ্দার, এখনো পালিয়ে চল। তোমায় ধরবার জন্যে চারদিকে গুপ্তচর ফিরছে ! যদি এ ভাবে দেখতে পায়…না…না…চলে এসো…চলে এসো সর্দ্দার—

রঘু। চুপ…চুপ মেঘা। আমায় ফিরতে বলিস্‌নে। নিজের ছেলে ছিল না বলে যাকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি—নিজের হাতে বর্শা ছোড়া, তলোয়ার খেলা—লাঠির প্যাঁচ শিখিয়েছি—সেই আমার পুত্রাধিক প্রিয়-শিষ্য চন্দন—তার মাথায়…দস্যু আমি—লাঠি বসিয়েছি ! মেঘনার জলে তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি ! ওহো-হো—!

মেঘনাথ। সর্দ্দার—

রঘু। তোর মনে পড়ে মেঘা, এই রাক্ষসী মেঘনার কবলে এক দারুণ তুফানের রাতে পাঁচ বছরের মা-হারা মেয়েকে

বিসর্জ্জন দিয়ে নিরীহ রঘুনাথ চাষী, মেঘনার ওপর প্রতিহিংসা নিতে, কাজল কালো মেঘনার বুক তাজা রক্তে রাঙিয়ে দিতে—রঘু ডাকাত সেজেছিল ! মা-হারা মেয়ে আমার ওই কালো জলের কোন্ অতলপুরীতে ঘুমিয়ে আছে—হাজার বোটের ঘায়ে নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত দু' ফাঁক করেও তাঁকে খুঁজে পেলাম না ! তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে—শেষে সেই মেঘনার জলেই আমার জীবনের শেষ আশা, শেষ সম্বল, পরাধীন বাঙালী জাতের শেষ ভরসা চন্দনকেও বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম !

মেঘনাথ। তুমি ভেবো না সর্দ্দার,—আমার মন বলছে, সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। সাত কোটী বাঙালীর আশার দীপ এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দেবেন—ভগবান এমন নিষ্ঠুর নন্।

রঘু। মেঘা—মেঘা— [গুলির আওয়াজ শোনা গেল]

মেঘনাথ। ও কি ! গুলির আওয়াজ হচ্ছে না ! দেখ দেখ সর্দ্দার, —নিরীহ নাগরিকেরা কেমন প্রাণভয়ে পালাচ্ছে—

রঘু। তাই তো ! কি হল !

[একদল নাগরিকের ছুটিয়া প্রবেশ]

১ম ! ওরে বাবা—ওই ধরলে বুঝি—

সকলে। পালাও—পালাও—

রঘু। কি—কি হয়েছে ভাই সব ?

১ম ! মগ—মগ—

রঘু। মগ ! কোথায় !

১ম। আর কোথায়! কোথায় নয়, তাই বল ! সারা নগর

তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে—বাড়ী ঘর লুটে নিচ্ছে —আর নাগরিকদের ওপর অত্যাচার কচ্ছে—বাঁচতে চাও তো পালাও— [সকলের প্রস্থান]

রঘু। যেয়ো না—যেয়ো না—শোনো শোনো—

[সুবুদ্ধিরামের ছুটিয়া প্রবেশ]

সুবুদ্ধি। হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—

রঘু। কি—কি হ'ল তোমার !

সুবুদ্ধি। ওরে বাবা,—তুমি সেই !—তা' তোমাকেও আর ভয় করি না ! জানো, আমি আর সুবুদ্ধিরাম নই—সিংহ—সিংহ—সাক্ষাৎ মা দুর্গার ভাই—সিংহ মশাই—

রঘু। মা দুর্গার ভাই !

সুবুদ্ধি। ওই তোমাদের দেওয়ান,—ওকে কত বললাম, আমার বোনকে ছুঁতে পারবে না। তবু সে খামোখা বড়াই করে মগ পাঠিয়েছিল আমার বোনকে ধরে আনতে ! বাড়ী গিয়ে দেখি বাড়ীতে মগ ঢুকে পড়েছে—ঢেঁকীশালে লুকিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে যা দেখলাম—

রঘু। কি দেখলে !

সুবুদ্ধি। ঠাকুর বাড়ীতে মা দুর্গা দেখ নি ? ঠিক সেই মহিষমর্দ্দিনী মা দুর্গা ! যে ক' শালা মগ তাকে ধরতে গিয়েছিল—ঘর থেকে রামদা নিয়ে ঝন্ করে দিলে তার একটার কাঁধে কোপ—গলা একেবারে দু' ফাঁক—আর ক'জনা ভয়ে পিছিয়ে যেতেই—বোন আমার মগের রক্তে লালে লাল

হয়ে বাড়ী ছেড়ে দে ছুট—দে ছুট! ধরবে না, কঁচু—হাঃ হাঃ হাঃ—

রঘু। আশ্চর্য্য সাহস তোমার বোনের! তারপর—তারপর সে গেল কোথায়!

সুবুদ্ধি। কোথায়! তা'—তা' তো আমি জানি না—

রঘু। কিন্তু সে একা—মগেরা সংখ্যায় অনেক—যদি তা'রা পিছনে ধেয়ে যায়—

সুবুদ্ধি। অ্যাঁ—তাও তো বটে! ওগো, তাকে শেষে ধরে ফেলবে না তো! সে যে আমার একটী বোন শুধু—আমার যে আর কেউ নেই—কুমু, কুমু,—দিদি আমার—ওরে দাঁড়া—আমি আসছি দিদি— [ছুটিয়া প্রস্থান]

[নেপথ্যে কোলাহল ; গুলীর আওয়াজ]

মেঘনাথ। ওই, আবার গুলীর আওয়াজ—

রঘু। মেঘা, আর দাঁড়িয়ে নয়। চল, ছুটে যাই আমরা ওই অত্যাচারিতদের মাঝখানে। ওদের আমরা উত্তেজিত করব ; ওদের বাধা দিয়ে বলব—তোমরা পালাতে পারবে না। হয়, একত্রিত হয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও…না হয়, এক সঙ্গে মৃত্যু বরণ কর… মৃত্যু বরণ কর— [ছুটিয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মণিঝিল প্রাসাদ অভ্যন্তর। বাতায়ন পথে মেঘ-গম্ভীর কালো আকাশের খানিকটা দেখা যায়। মেঘের কালো ছায়া প্রাসাদ মধ্যে অতিকায় ঘুমন্ত দৈত্যের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে।

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। দরোয়ান, ও দরোয়ান, হতচ্ছাড়া ব্যাটারা গেলি কোথায় সব! নিজে না যায় তো ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে পারিস্‌নে! ভ্যালা আপদ!

[অনুরাধা ও চন্দনের প্রবেশ]

অনু। কি হয়েছে মা! কা'কে তাড়াচ্ছ?

ভানু। দেখ না জ্বালা! ডাকাতে না ভূতে তাড়া করেছে বলে কা'দের বাড়ীর এক পাগলা মেয়ে এসে হাজির হয়েছে; বাগানময় একা একা ঘুরছে আর বিড়্‌বিড়্ করে বকছে!

অনু। তাই তাকে তাড়িয়ে দিতে চাও! এই ঝড় জলে বাইরে কেন? ঘরে তুলে আনতে পারলে না!

ভানু। কি জানি বাছা, আমি তো বলেইছিলাম···সে-ই তো এল না!

অনু। তুমি এখানে বোসো—আমি দেখ্‌ছি— [প্রস্থান]

ভানু। ঐ আবার আর এক সর্ব্বনাশা আপদ ডেকে আনছে! এক পাগল সাম্‌লাতে অস্থির···শেষে দুটি পাগল মিললে—কেঁদেও কূল পাবে না!

চন্দন। পাগল! কে পাগল!

ভানু। ওমা, তুমি এখানে! খেয়ালই করি নি! বলছিলাম,—ঐ মেয়েটার কথা। ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুধোচ্ছে—"চন্দন কোথায় জান? কুঙ্কুমের চন্দন?"—আমি তা'র জবাবে···এ কি! তুমি অমন কচ্ছ কেন বাছা! কি হ'ল তোমার!

চন্দন। চন্দন! কুঙ্কুমের চন্দন! কুঙ্কুম চন্দন! ভারী সুন্দর নাম—না? কুঙ্কুম চন্দন! চমৎকার মিলে গেছে তো! কুঙ্কুম চন্দন! কুঙ্কুম চন্দন!

ভানু। এ কি! পাগল হলে নাকি তুমি!

চন্দন। (নেপথ্যে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল) ও কি! কে! কে-ও!

ভানু। কি বিপদ! ও বালাই ঘরে এসে এ আবার কি নতুন ফ্যাঁসাদ বাঁধাল! শুনছ? ও দিকে তাকিয়ো না; মেয়েটা জলে ভিজে এসেছে। অনুরাধা ওর জামা কাপড় পাল্টে দিচ্ছে যে!

চন্দন। (অপ্রস্তুত হইয়া) ও, ভুল হয়ে গেছে! আমি যাচ্ছি···যাচ্ছি— [প্রস্থান]

ভানু। দেখ, আবার চল্‌ল কোথায়! ও বাছা—

[অনুসরণ করিল]

[এই সময় ঝড় উঠিল। হু হু করিয়া ঝোড়ো হাওয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীপ বর্ত্তিকা নিভাইয়া দিল।
অনুরাধা ও কুঙ্কুমের প্রবেশ]

অনু। তোমার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি বোন্! দেশে রাজা থাক্‌তে এমন মগের অত্যাচার!...তা' তোমার আর সে অরক্ষিত গৃহে ফিরে গিয়ে কাজ নাই। তুমি আমার এই মণি-ঝিলেই থাক।

কুঙ্কুম। না...না...সে আমি পারব না। তা'রা হয়তো আমায় এই মণিঝিলে প্রবেশ করতে দেখেছে। হয়তো আমার জন্যে এই মণিঝিল আক্রমণ করবে! তার চাইতে আমায় আপনি যেতে দিন। আমায় যেতে হবে...যেতেই হ'বে—

অনু তা' কি হয়! এই ঝড়ের রাতে এই মগের মুলুকে তোমায় আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না—দেব না। আমার এখানে অন্ততঃ এই রাতটি থাক; কোনো সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই। এ বাড়ীতে শুধু আমি...মা...আর... শুধু উনি।—জানো বোন,—উনিও ঠিক তোমারই মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে ফিরছেন।

কুঙ্কুম কা'র কথা বলছেন? আপনার স্বামী?

অনু। আমার—আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—

[ভানুমতীর ছুটিয়া প্রবেশ]

ভানু। ও অনুরাধা—শিগ্‌গির চলে আয়—দেখ' সে—ও বুঝি পাগল হয়ে গেছে!

অনু। সে কি! পাগল হ'য়ে গেছেন!

ভানু। পাগল! একেবারে বদ্ধ উন্মাদ পাগল! দু' চোখ জবা ফুলের মত রাঙা হয়ে গেছে…নিজের চুল দু' হাতে টেনে ছিঁড়ছে …এখন আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! কিছুতেই বারণ মানছে না!

অনু। আমি যাচ্ছি মা; তুমি এখানে থাক। (প্রস্থান)

ভানু। যত নষ্টের মূল এই ডাইনী ছুঁড়ি, নইলে অ্যাদ্দিন তো এমন ছিল না! হ্যাঁগা, বলি, ও ভালমানুষের মেয়ে, এত কাণ্ড বাধিয়ে দিয়ে তুমি আবার কোথায় চললে?

কুঙ্কুম। আমায় বলছ মা?

ভানু। নাঃ, তোমায় কখন বললাম! আমি কথা বলছি হ'ল গিয়ে ওপাড়ার আন্নাকালীর পিশি রক্ষাকালীর সঙ্গে! ধেই ধেই করে নেত্য করতে করতে এই ঝড়ের মধ্যে গিয়ে আর এক নতুন কাণ্ড বাধাতে চাও নাকি? সে তুমি খুব পার বাছা!

কুঙ্কুম। জানি না, কেন আমি পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে এদেরও এ বিপদ সূচনা হ'ল! আভাগিণী আমি—তাই কি আমার সংস্পর্শে যা'রা আসে, তারা সবাই কাঁদে!—কিন্তু কই, আমি তো কাঁদতে পারছি না! বুকে ভেঙ্গে যায়—তবু তো কাঁদতে পারছি না! ওই ঝোড়ো হাওয়া—ওই অজস্রধারা—ওর মাঝে আমার বেদনাকে মেলাতে দাও —ওগো মেলাতে দাও—

(ছুটিয়া বাহিরে প্রস্থান। ভানু হাত নাড়িয়া নিজের মনেই বলিল
"কাণ্ড দেখ!"—কুঙ্কুমকে সে অনুসরণ করিল। বাহিরে
ঝড় ঘনাইয়া আসিল—বাতায়ণ পথে বিদ্যুতের আলো
অন্ধকার প্রকোষ্ঠ মধ্যে কাঁপিতে লাগিল।
উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চন্দনের প্রবেশ ; তাহার
পশ্চাতে অনুরাধা)

চন্দন। আঃ, আমায় বাধা দিও না অনুরাধা,—শুনছ না আমায় ডাকে! ওই ঝড়জলের ভিতর থেকে আমায় ডাকে! ছেড়ে দাও আমায়—

অনু। কে ডাকে! কোথায় কে ডাকে! ওতো ঝড়ের গর্জ্জন!

চন্দন। ঝড়ের গর্জ্জন!

অনু। হ্যাঁ, শুধু ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানী। ঐ ডাক শুনে তুমি বাইরে যেতে চাও, আর আমি যে তোমায় কত ডাকছি—সে কি একটীবারও শুনতে পাও না? এমন করলে আমিও যে পাগল হয়ে যাব! তুমি ঘুমোও—একটু ঘুমোও—তা' হ'লেই সব সেরে যাবে—

চন্দন। ঘুমুবো—ঘুমুবো—কিন্তু চেষ্টা করেও যে ঘুমুতে পাচ্ছি না অনুরাধা! মনে হ'চ্ছে, আজ বুঝি শুধু আমার জাগরণের পালা! দীর্ঘ রাত্রের ঘুমের পর আজ সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় যেন জাগরণের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যাচ্ছে! আমি ঘুমুতে পারি না—ঘুম যে আর আসে না!

(চন্দন অনুরাধার কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল ; অনুরাধা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বাহিরে ঝড়ের মাতামাতি—ঝড়ের মাতামাতি তাহাদের মনে।—সহসা সেই ঝড়ের মধ্যে কুঙ্কুমের গানের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। গানের কতক বোঝা গেল—কতক বা গেল না—শুধু মনে হইল—কে যেন তাহার নীড়-হারা পাখীকে ঝড়ের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে—আর ডাকিতেছে "ওরে আয় আয়—")

নেপথ্যে কুঙ্কুমের গীত *

আমার নীড় হারাণো পাখী,
ওরে আয়, ওরে আয়,
কোন্ মায়াবী বাঁধল তোরে
মায়ার শিকল পায় !
গগণে তোর ঝড় উঠেছে
দুরন্ত হাওয়ায়,
তেপান্তরের পার হ'তে তুই
আগল ভেঙ্গে আয়।

(চন্দন চমকিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। সেই গান লক্ষ্য করিয়া বাহিরে ছুটিতে চাহিল। ভীতত্রস্ত অনুরাধা তাহাকে বাহু বন্ধনে জড়াইয়া ধরিল।—কা'রও মুখে কথা নাই—ঘনীভূত অন্ধকারে কেবল স্তিমিত বিদ্যুৎ তাহাদের মুখের ওপর খেলিতে লাগিল)

---

* ষ্টারে অভিনয় কালে এই গানটী অনুরাধার মুখে দেওয়া হয়।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠের কোলাহল ; প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। মা, সহসা অনেক মগসৈন্য মশাল বন্দুক নিয়ে মণিঝিলের দিকে ধেয়ে আসছে—

অনু। সেকি ! তাঁদের বাধা দে ফটক বন্ধ করে দে—

প্রহরী। সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয় মা ; তবে প্রাণপণে চেষ্টা করব বাধা দিতে—

(প্রহরীর প্রস্থান ; কোলাহল আরও বাড়িয়া উঠিল—দূর হইতে ভয়ার্ত্ত কুঙ্কুমের কণ্ঠ শোনা গেল—"দস্যু···দস্যু—কে আছ···রক্ষা কর—রক্ষা কর"—ছুটিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে চন্দনকে দেখিতে পাইল)

কুঙ্কুম। চন্দন—আমার চন্দন !

চন্দন। কুঙ্কুম—আমার কুঙ্কুম—

[উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইল। অনুরাধা বিদ্যুৎপৃষ্টের ন্যায় সরিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে আত্মদমন করিয়া]

অনু। মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয় আর—দস্যু প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। পশ্চাৎদ্বারে গুপ্ত সুরঙ্গ—পালাও পালাও—

(তাহাদের জোর করিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল—সেই মুহূর্ত্তে কুঙ্কুমের অনুসন্ধাণকারী মগসেনাগণ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল)

মগ। কে পালায় ! ধরো—ধরো—

অনু। সাবধান—আর এক পা কেউ অগ্রসর হয়ো না। ইচ্ছা হয় আমায় বন্দী কর—

মগ। কে তুমি ? কুঙ্কুম ?

অনু। হ্যাঁ—আমিই কুঙ্কুম—

মগ। উত্তম। আমরা তোমাকেই চাই—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরকতুল্লা চাষীর গৃহ। বরকতুল্লা ও সাকিনা।

বরকতুল্লা। কিন্তু এ তো ভাল কথা না মা। জামাইর লগে কি ঝগড়া কইর‍্যা বুড়া বাপের কাছে আসথে হয়! তোরা যদি দুইডিথে সেইখানেই সুখে থাকিস্—সেই তো আমার সুখ! অই যে, বাপজানের বুঝি খানাপিনা শ্যাষ হইল। যা দেহি মা, দুইড্যা পান বানাইয়্যা আইন্যা দে। আমি দেহি, গরু গুল্যান আবার বাথানের থিক্যা ফেরল নাকি! ও কলিমদ্দি, বলি ও মণ্ডলের পো, দ্যাখতো বাবা ধলিড্যা আবার হামলাইতেছে ক্যান্—

[প্রস্থান]

সাকিনা। আমার উপ্যার রাগ হইছেন। তা গোসা কইর‍্যা বাড়ীথে বইস্যা চিড়্যা চাবাইলেই হইতো! তাও দেহি সয় না! দুইড্যা রাইত কাবার না হইতেই আইস্যা হাজিঃ হইছেন। তা’ নছোল্লা দ্যাহ; তিন দিন ধইর‍্যা এ গাঁয়ে আইছেন, তেমু বাড়ীথে ঢোকেন নাই—ঘুর ঘুর কইর‍্যা বাড়ীর চারদিকে ঘোরছেন! শ্যাষে, বাপজান ধইর‍্যা আনলেন। দাড়াও, আমিও সহজ পাত্তর না; তোমারে পাচজনের ছ্যামায় নাহানি চুব্যানি খাওয়াইয়া নাহাল করব—তয় সেন্ আমার নাম সাকিন্যা—

[প্রস্থান ও ঘোমটা টানিয়া পান লইয়া পুনঃ প্রবেশ। অপর দিক হইতে ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবী, লাল পেড়ে ধুতি পরিয়া, রঙ্গীন রেশমী রুমাল ঝুলাইয়া এবং তেল্ কুচ্‌কুচে মাথায় বহু কষ্টে টেরী বাগাইয়া রহিম শেখের প্রবেশ]

রহিম। কৈ, এহানেও তো নাই! কাণ্ড ডা গ্যাহ দেহি! সেই যে দুই দণ্ড বেইল্ থাক্‌তে আইস্যা খাতি মাইর‍্যা বইস্যা রইছি—তেমুনি একবার গ্যাহাডা দিল? শ্যাষ কাঠালে কি পায়ে ধইর‍্যা মান ভাঙ্গাইতে হইবে নাকি? যাউক মোনে,—পোড়া পেরাণডারে ক্যাবল বুঝ্ দিতি পারি ন্যা এই যা—না হয় শ্যাষে পায়েই ধরব—দোষটা কি তাথে?—আপন ইস্তিরি যহোন—

[সাকিনার ফুপাইয়া ক্রন্দন]

রহিম। ওমা, এই যে, আইছে! আমার কথা শুইন্যা ফ্যালাইল নাকি?

সাকিনা। পান খায়েন্—[ক্রন্দন]

রহিম। থাউক্, আমি পান খাই ন্যা— [সাকিনা প্রস্থানোদ্যতা] দ্যাহ', ডুলিথে চইড়্যা আইলেন দুগ্‌গা, ডুলিথে চইড়্যা চললেন! বলি,—ওগো—

সাকিনা। আমারে ডাকলেন?

রহিম। নাঃ, তোমার বুইনিরে ডাক্‌ছি! কাছে ঘোনাইয়া আসথে পার না! অত কান্দাকাটি কিসির?—দ্যাও, পান দ্যাও। হঃ, যহোনি ভাবি, এট্টু দানা রাগ হ'ব— তহোনি দুই চইক্ষে বাইয্যা কালের পানি ঝরুবি!—

থাউক—কান্দন থাউক ; ও বউ, ঘোমটা দিয়্যা রইছ ক্যান ? ও সাকিন্যা,—সাকিন্যা—সাকু,—

[হস্ত ধারণ]

সাকিনা। ওমা, কি ঘেন্না ! হাত ছাড়েন—আমি সাকিন্যা না—আমি সাকিন্যার সই পরীবানু।

রহিম। সাকিন্যা না ! দুইজনে কিন্তু চলনে বলনে ঠিক একেবারে একরকম ! কি নাম কইলেন পরীবানু ! তয়—তয়—আহাহা—আপনে আবার এত কষ্ট কইর‍্যা পান দিতে আইছেন ক্যান্ ? আর কেউরে দিয়্যা পাঠাইয়্যা দিলেই হইত ! আর রাইৎ জাগবেন না—যায়েন—ঘুমায়েন গিয়্যা—(সাকিনা প্রস্থানোদ্যতা) চল্‌লেন ! সত্যিই চল্‌লেন ! গ্যাছেন নাকি,—শোনছেন,—আপনাগো দেইখ্যা বড় খুসী হইছি,—মেঞাসায়েব আছেন—আপনারা আছেন—গাই বাছুর মুরগী ছাগল সবই তো আছেন—সগ্‌গোলেরেই তো ছাখ্‌থেছি—তেমু কেউরেই তো এ্যাহোনো ছাখ্‌থেছি না ! ওকি, আপনে যে আবার ফোপাইয়্যা কান্দন স্থরু করলেন ! ব্যাপারডা কি ? আমারে আর ধান্দায় রাখফেন না—আমার কইল্‌জ্যার মধ্যিড্যা বড় আথালি পাথালি করতেছে ! কয়েন দেহি, এত রাইতে আমার সে কোহানে রইল !

সাকিনা। ওরে বুচী রে,—আমি কি জবাব দেব রে।— [ক্রন্দন]

রহিম। বুচী ! বুচী আবার কেডা ?

সাকিনা। ওই সাকিন্যারে আমরা বুচী কইয়্যাই ডাক্‌থাম—

রহিম। আহাহা, কী সোমোধুর নাম রে! পরাণডা এহেবারে শেতল কইর‍্যা দিল! তা আমিও তো আপনাগো বুচীরই বোচা। কয়েন, বুচীর খবর কয়েন!

সাকিনা। ওরে বুচীরে,…তুই কি কল্লি রে! ক্যান তুই মগ ডাকাইতের লগে ঘর ছাইড়্যা গেলি রে! [ক্রন্দন]

রহিম। অ্যাঁ…কি কইলেন! [বসিয়া পড়িল]

সাকিনা। তোরে মগ বোম্বাইট্যা কোহানে নিয়া গ্যাল রে!—

[ক্রন্দন]

রহিম! ওরে, কি সর্ব্বনাশ! ওরে, তোরা এয়ার থিক্যা আমার মাথায় মুগইর দিয়্যা এট্টা ঘাপানি দে রে! ওরে বুচী, তুই আমারে খুন কইর‍্যা গেলিরে—

[চীৎকারে বরুকতুল্লা ছুটিয়া আসিল]

বরুকতুল্লা। কেডা রে…কেডা রে আমার এ সর্ব্বনাশ করল! কেডা রে আমার জামাই খুন করল…অ্যাঁ, কী,…কী হইছে?

রহিম! বুচী…আমার বুচী…আমার বুচী—

[বুক চাপড়াইতে লাগিল]

বরুকতুল্লা। কেমন! কই নাই তোমারে মাইয়্যা, জামাইরে একলা ফেলাইয়্যা রাগ কইর‍্যা আসাডা ভাল হয় নাই! পেত্নীথে পাইছে—বোঝছ?…তাই অমন "বুচী, বুচী" কইর‍্যা দাপাইতেছে! যাই, ফেলু ওঝারে নিয়্যা আসি! ও কলিমদ্দি,—বাতিডা ধর্—[প্রস্থান]

সাকিনা। আউ, আউ কী কাণ্ডডা করলাম! বাপজান্ আবার অনেক মানুষ জোন ডাইক্যা না আনে! ওগো, শোনছো,

চইক্ষ্যু মেইল্যা চাও—আর অমন কইরো না! খ্যাষে কিন্তু ওঝা আইস্যা ঝাইর‍্যা বিষ নামাবে হানে······

রহিম। আমার বুচী—আমার বুচী—বুচীরে না পাইলে আমি বুক থাব্‌ড়াইয়্যাই মরব—

দ্বৈত গীত

সাকিনা। ও আমার মানের ঢেঁকী,
গোম্‌ড়া মুখে হুম্‌ড়ী দিয়্যা পড়লা কেন, কও দেখি ?

রহিম। (ওঃ, হা হা হা হা হা—হি হি হি হি হি—)
আইস্যাছ খ্যাংড়ামুখী !
মোর লাগে তয় করতেছিলা এতক্ষণে বুজরুকী ?

সাকিনা। আহাহা, গোস্‌সা রাখো—
ঢের হয়েছে পরাণ বঁধু—

রহিম। পরাণডা তোর মান-কঁচুবন
বচনেতেই পদ্ম-মধু।

সাকিনা। (বটে ! আইচ্ছা, বেশ !)
পথ ছাইড়্যা দাও, চইল্যা যাবো,
কোচা ঢুলাও ঐদিকে—

রহিম। নূপুর হইয়া বুচীর পায়ে,
কোচাও যাবে সেইদিকে।

সাকিনা। হিঃ হিঃ হিঃ, কেমন ভয়ডা দিছিলাম ?

রহিম। থাউক, আর ভয় খ্যাহাইয়া কাম নাই। এ মুল্লুকে সত্যি সত্যিই যা মগের ভয়—তোরে আর এহানে

রাখফো না ! আমি আমাগো বাওণকান্দার ধলু মেঞারে লগে আনছি। তুই জোয়ানে লগি ধইর‍্যা নাও বাইয়্যা শেষ রাইত্ তক্ গেরামে গিয়া হাজির হ'ব ।

(নেপথ্যে ধলু—"ও রহিম—রহিম ভাই)

ওই যে নাম করতে করতেই ধলু আইছে বুঝি। তুমি এট্টু ঐ ঘরে যাও দেহি—

(সাকিনার প্রস্থান ; ধলুর প্রবেশ)

রহিম। আইস ধলু ভাই—বউর কাছে এহনি তোমার কথা কইতেছিলাম—

ধলু। বড় মস্কিলে পড়ছি রহিম ভাই—হঠাৎ এট্টা জরুরী কাম বাইধ্যা যাওয়ার সম্ভাবনা হইছে ! আমার তোমাগো লগে যাওয়া হ'বে না—

রহিম। সে আবার কি কথা মেঞা ! তা হইলে আমরা যাবো ক্যাম্বায় ?

ধলু। কাম বাধ্‌লি কি করব মেঞা ? দেওয়ান সাহেবের হুকুম যহোন দরকার হ'বে, আমার যাইতে হ'বে, মই-জদ্দি বিশ্বাসের খাল ডাইনে রাইখ্যা কাজুলীর বিল ঘুইর‍্যা …

রহম। কাজুলীর বিল !

ধলু। কথা কওয়ার সোমায় নাই মেঞা, মানুষির উপকার করতি হইলে কত বিল পারি দেবার হয়—তার তো কাজুলীর বিল। আমি চললাম— (প্রস্থান)

(সাকিনার প্রবেশ)

রহিম। দেখলি···দেখ্‌লি সাকিন্যা, হালার কাণ্ডখান দেখ্‌লি! ও বচ্ছর অর্‌ বউরে যহোন কোম্‌লাপুর থিহ্যা নইয়্যা আইল—তহোন অর লগে আটকোশ পথ নাও বাইয়্যা আইলাম—আর আমার বউরি যহোন নিতি আইছি, তহোনি ও হালার কাম বাইধ্যা গেল! তোরে কইয়্যা দিলাম সাকিন্যা—অর্‌ মোনে নিশ্চয় কোনো বদ মতলব আছে—

সাকিন্যা। বদ মতলব—!

রহিম। সে আমি হলপ কইর‍্যা কইথে পারি! তা না হইলে, যে হালা···যে হালা মানুষির ভালর জন্যে কুট্যাগাছ সড়ায় না, সে কহোনো কারু উপকার করতি—রাইত কইর‍্যা কাজুলীর বিল পারি দিতে চাইথ-না!

সাকিনা। হোনো, তয় আমরাও এক কাম করি না···আমরাও ধলুর পিছনে যাই। যদি দেহি, ও কাজুলীর বিল ঘুইর‍্যা যায়—আমরাও যা'ব। দেহি, ধলুমেঞা কোন্‌ কামে সেই পথে যায়—

রহিম। কাজুলীর বিল! সর্ব্বনাশ! সে বিলের মিশমিশ্যা কালা পানি ল্যাগাম-আটা লড়াইর ঘোড়ার মত ডাক ছাইড়্যা ছোটতেছে! পাণির ডাক আধ কোশ দূরের থিহ্যা শোনা যায়! সেই রাক্ষুইস্যা বিলির জলে নাও ভাসাব কা'র ভরসায়!

সাকিনা। মাথার উপ্যার ভরসা আছেন খোদা, ছ্যামায় বৈঠা ধরবি তুই, আর পিহনে হাইল ধরব আমি। কি, ড্যাব-ড্যাবা চোখ কইর‍্যা দেহিস কি? বরকতুল্লা মেঞার বিটি···রহিম শ্যাখের বউ—আমি পারব না হাইল ধরৃতি!

রহিম। তা খুব পারবি! আমার এত বড় সংসার দরিয়াতে হাইল ধইর‍্যা আমারে চালাইতেছিস্—আর কাজুলীর বিলি হাইল ধরৃতি পারবি না! খুব পারবি···তাই চল তয়···

(গীত)

আয়রে আমার পোষা ময়না, ঘুঙুর বাইন্ধ্যা পায় ;
তোরে লইয়্যা পারি দেব—জীবন দরিয়ায়।

নেপথ্যে বরকতুল্লা। ও ফেলুগাজী, ওই যে গীত শোনো। তোমারে আর ওঝাগিরি করতে হইল না। আমার ম্যায়াই বুঝি ঝাইর‍্যা বিষ নামাইছে! দাড়াও গাজী, আমি দেইখ্যা আসি— (বরকতুল্লার প্রবেশ)

বরকতুল্লা। কি, পেত্নী ছাড়ল?

রহিম। আইজ্ঞা হ। তয়, মস্কিল হইছে এই যে, ওঝাই আবার এহোন পেত্নী হইয়া আমার ঘাড়ে চাপতে চান্। আমার লগে হাইল ধইর‍্যা তিনি কাজুলীর বিল পাড়ি দিতে চান্।

বরকতুল্লা। অ্যাঁ—কও কি!

রহিম। আইজ্ঞা হ। আয়···আর তিনিই ক্যাবল একলা বায়না ধরেন নাই। আমারও···আমারও···মানে, তেনারে না হইলে—

বরকতুল্লা। ও···বুঝছি···বুঝছি। হাঃ হাঃ হাঃ।···আইচ্ছা, তাই হবে ; আইস গিয়া বাপজান···আইস আমার মা মণি—

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

কীর্ত্তিধরের শিবির।

কীর্ত্তিধর। তুমি কুঙ্কুম ?

অনুরাধা। হঁা, আমি কুঙ্কুম !

কীর্ত্তিধর। না, তুমি কুঙ্কুম নও।

অনু। সেকি ? তবে কি আপনার লোকেরা আমায় মিছি মিছি মণিঝিল থেকে ধরে এনেছে ?

কীর্ত্তি। হঁ্যা, মিছি মিছিই ধরে এনেছে !

অনু। তা যদি হয়, তবে এবার দয়া করে আপনার লোকেদের হুকুম দিন তারা আবার আমায় বাড়ীতে রেখে আসুক।

কীর্ত্তি। না, তা দেব না ! তুমি মণিঝিলে ফিরতে পাবে না !

অনু। সে কি ! আপনি তাহলে আমায় আটকেই রাখবেন ?

কীর্ত্তি। রাখবো ! যদি না তুমি তোমার সত্য পরিচয় আমার কাছে অকপটে ব্যক্ত কর ! বল নারী, তুমি কে ? কি উদ্দেশ্য বাংলায় এসেছ ?

অনু। বললেই আপঁনি আমায় ছেড়ে দেবেন ?

কীর্ত্তি। যদি সন্তোষ জনক উত্তর পাই !

অনু। তবে শুনুন আমি কে, তা আমি নিজেই জানি না, আপনার গোয়েন্দারা আমার চেয়ে বোধ হয় একটু

বেশীই জানে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, এই যে আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই বাঙ্গলায় আসিনি।

কীর্ত্তি। তোমার চতুরতায় আমাকে ভোলাতে পারবে না নারী!

অনু। তা জানি। আপনি প্রকৃত পুরুষ হলে হয় ত পারতাম!

র্ত্তি। প্রগলভা নারী!

অনু। রাগ কচ্ছেন? কিন্তু এমন অনেককেই তো আমি ভুলিয়েছি!

কীর্ত্তি। তাই রূপের ফাঁদ পেতে আজ আমাকেও ভোলাতে এসেছ!

অনু। মোটেই নয়! আপনার লোকেরাই বরং জোর করে আমার অনিচ্ছায় আপনার কাছে আমায় এনেছে! তা এনেছেই যখন, তখন ভাবলাম দেওয়ান—দেওয়ানই সই! রাজা রাজড়া গাঁথা তো সব সময় অদৃষ্টে ঘটে ওঠে না!

কীর্ত্তি! তুমি রাজাকে গাঁথতে এখানে এসেছ?

অনু। উ হুঁ!

কীর্ত্তি। তুমি চন্দনের গুপ্তচর!

অনু। উ হুঁ।

কীর্ত্তি। মিথ্যা বলে পার পাবে না বালিকা—

অনু। সত্য বললে ত আপনি বিশ্বাস কর্ব্বেন না।

কীর্ত্তি। চন্দন আসার একটু আগেই তুমি এসে মণিঝিলে আস্তানা গেড়েছ?

অনু। ঠিক আগে নয়! এক সঙ্গে!

কীর্ত্তি। বল নারী, চন্দন কোথায়?

অনু। জানি না।—

কীর্ত্তি। জান না! গুপ্ত সংবাদ কি করে আদায় করতে হয়—তা আমি জানি! দেওয়ান কীর্ত্তিধরকে রূপের ছটায় ভোলানো সোজা কথা নয়। গুপ্তচরের শাস্তি কি, জান?

অনু। বলুন!

কীর্ত্তি। মৃত্যু!

অনু। নটীর পক্ষে আরও এক শাস্তি আছে—আলিঙ্গণ!

কীর্ত্তি। রূপ-পসারিণী!—

অনু। চটছেন কেন দেওয়ান সাহেব? যে কোন অবস্থায় পুরুষ শীকার আমাদের ধর্ম্ম! তা'র আর—কালাকাল নেই। আজ আপনাকে পেয়েছি;—আপনার আশ্রয়-টাকেই যদি পাকা করে নিতে পারি—সে চেষ্টা করা আমার উচিত নয়!

কীর্ত্তি। সে আশ্রয়ের কবল হতে তা হলে তোমার আর উদ্ধার নেই! [হাত ধরিল]

অনু। [হঠাৎ সজোরে হাত ছাড়াইয়া] সাবধান দেওয়ান [দেওয়ান থমকিল] তুমি পরাজিত! হা-হা-হা,—এই তোমার পৌরুষের গর্ব্ব? এত সহজেই আমায় ধরা দিলে?

কীর্ত্তি। তুমি নর্ত্তকীই বটে। এস, আমরা সন্ধি করি।

অনু। আপত্তি নেই—কিন্তু সে সন্ধির মাঝখানে থাকবে একটা পর্দ্দা!

কীৰ্ত্তি। পৰ্দ্দা !

অনু। সে পৰ্দ্দা লঙ্ঘন কর্ত্তে এস না ! এলে এ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের জ্বালা সইতে পারবে না ; চারিদিকে ছড়িয়ে দেব যে আগুন—তাতে তোমার সাঙ্গ-পাঙ্গ-অনুচরেরা নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

কীর্ত্তি। তা বুঝতে পেরেছি ! তোমায় আমার দলের ভিতর রাখা বিপদ !

অনু। বাইরে রাখায়—আরো বিপদ !

কীর্ত্তি। তা হ'লে তোমায় রাখার সব চেয়ে নিরাপদ স্থান মৃত্যুর অতল-স্পর্শী গহ্বরে—

অনু। প্রেমিকের মৃত্যু-শীতল বাহু-বন্ধনে—

কীর্ত্তি। তুমি কবি—

অনু। প্রেয়সী !—

কীর্ত্তি। তোমায় দেখে আমি সত্যই মুগ্ধ হচ্ছি অনুরাধা !

অনু। অনেকেই হয়েছে !

কীর্ত্তি। চন্দন হয়েছিল ?

অনু। হয়েছিল !

কীর্ত্তি। তাকে ধরে রাখতে পারলে না ?

অনু। পারলুম না !

কীর্ত্তি। তোমার বাহু পাশ কাটিয়ে চলে গেল ?

অনু। গেল !

কীর্ত্তি। কে কাটিয়ে দিলে ? কুঙ্কুম ?

অনু। কুঙ্কুম !

কীর্ত্তি। তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলে না ?

অনু। সুযোগ হল না! চেষ্টা কর্ত্তে গিয়েছিলুম, কিন্তু কেমন অবসাদ এসে গেল !

কীর্ত্তি! অনুরাধা তুমি চন্দনকে ভালবাস ?

অনু। আমি বিশ্বপ্রিয়া !

কীর্ত্তি। যদি আবার সুযোগ হয় !

অনু। কি করে ?

কীর্ত্তি। প্রেয়সীর বুক থেকে প্রিয়তমকে ছিনিয়ে নেওয়া তো তোমাদের নূতন নয় নর্ত্তকী !

অনু। সময় সময় পিছলে যায় !

কীর্ত্তি। যে শীকারী শিকার কর্ত্তে জানে, তার হাত থেকে শিকার ফস্কায় না।

অনু। আমাদের বন্ধুত্বের সর্ত্ত নাকি ?

কীর্ত্তি। হ্যাঁ, সুযোগ আমি করে দেব। চন্দন আর কুঙ্কুমের সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। ধরতে না পারলেও তাদের সন্ধান পাবই। তখনই তোমার কার্য্য···চন্দনকে নাও তুমি, আর কুঙ্কুমকে দাও আমায়।

অনু। ভুল করছ দেওয়ান—হীরে ফেলে কাঁচে গেরো বাঁধছ।

কীর্ত্তি। কে জানে, অদৃষ্টে থাকলে হীরে ও কাঁচ দুইই হয়ত হাতে আসতে পারে—

অনু। কিন্তু হীরের যে খদ্দের অনেক—চুরি হবার সম্ভাবনা; আর, সবাই তো তোমার মত নিরেট নয়।

(জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ)

চর। দেওয়ান সাহেব !

কীর্ত্তি। কি ?

চর। কুঙ্কুম আর চন্দনের সংবাদ।

কীর্ত্তি। চুপ !

অনু। চুপ কেন ? এ বিষয়ের আলোচনাটা আমার সামনেও হতে পারে !

কীর্ত্তি। আচ্ছা বল !

চর। জনৈক নগরবাসী তাদের নগরের দিকে যেতে দেখেছে !

কীর্ত্তি। এই—রাজা রামানুজ রায়কে সংবাদ দে যে আজ পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে আমরা এখনই নগর পরিভ্রমণে যাব। [প্রতিহারীর প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[শ্যামল কিশোরের মন্দির প্রাঙ্গন]

চন্দন। এই সেই মন্দির কুঙ্কুম। রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিনে আমার পিতামহ বিশ্বম্ভর শূর ভুলুয়ার একপ্রান্তে ভগবতী মা বরাহী এবং অন্য প্রান্তে এই শ্যামল কিশোর বিগ্রহের স্থাপনা করেছিলেন। সেই ভুলুয়া তেমনি রয়েছে—সেই দেববিগ্রহ ঠিক তেমনি রয়েছে—শুধু নেই তাতে প্রাণের স্পন্দন।

কুঙ্কুম। দুঃখ করো' না চন্দন, তুমি আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

চন্দন। কুঙ্কুম—

কুঙ্কুম। ঐ বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রাজানুজ আসছে বুঝি ঝুলন পূর্ণিমা উৎসব করতে! পালিয়ে এস চন্দন—

চন্দন। না—আর আমি পালাব না। কাল রাত্রি হ'তে আজ সমস্ত দিন তোমাকে নিয়ে বন্য পশুর ন্যায় লুকিয়ে বেড়িয়েছি—আর পারি না আমি এমন ভাবে নিজের রাজ্যে আত্ম-গোপন করে থাকতে। এই মন্দিরে আজ রামানুজ আসবে, হয়ত কীর্ত্তিধরও আসবে—বাঙ্গলার সহস্র নরনারী আসবে উৎসব দেখতে। আমি আজ তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটীবার শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই—তারা আমাকে চায় কি না—

কুঙ্কুম। চন্দন, চন্দন,—ওই বাদ্যধ্বনি নিকটবর্ত্তী, তোমায় দেখতে

পেলেই—তারা তোমায় বন্দী কর্ব্বে !—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে অনাহুত বিপদকেই বরণ করতে হবে শুধু; তুমি এসো, অন্ততঃ ঐ অশ্বত্থ তলায় এসো ! এসো—এসো—

(কুঙ্কুম জোর করিয়া চন্দনের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল)

(নর্ত্তকীদের প্রবেশ ও আরতি নৃত্যগীত)

[আরতি নৃত্য গীত]

সুন্দর নটবর, লহ আরতি।
প্রভু, পূজা লহ এ দেব দাসীর, লহ প্রণতি ॥
মম উচ্ছল নয়নের যমুনা জলে
সুন্দর, তোমা আজি স্নান করাবো,
বন্ধন-হারা এ কুন্তল জালে
চরণ-কোকনদ মুছায়ে দিব।
তনু-দেহ-বল্লরী ললিত নিকুঞ্জে
জাগে ঘুমন্ত বাসনা কুসুম পুঞ্জে,
হিন্দোল দোলে মম ফুল দোলে
দোল নীলমণি, রাখ মিনতি ॥

[রামনুজ রায়, কীর্ত্তিধর ও সামন্তগণের প্রবেশ]

রামা। কা'রা যেন কোলাহল করছে দেওয়ান সাহেব ?—

কীর্ত্তি। বোধ হয় নাগরিকেরা উৎসব কচ্ছে—

রমা। হুঁ, তা হলে স্বীকার করুন যে আমার সুশাসনে প্রজারা সুখেই আছে। কারণ—শুধু আজ এই ঝুলন পূর্ণিমা

রাতেই নয়—প্রতি রজনীতে আমি আমার প্রমোদ গৃহে যখন আনন্দ বিলাসে মত্ত থাকি, তখন প্রাসাদের পাষাণ প্রাচীরের বাইরে ঠিক অই রকম কোলাহল শুনতে পাই ! ঘুমের ঝোঁকে মনে হ'ত তখন—ও বুঝি উৎসব কোলাহল নয়, কা'দের যেন বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ !—

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী । মহারাজ—দলে দলে নাগরিক আর্ত্তনাদ করে এই দিকে ধেয়ে আসছে ।

রামা । তুমি কি সুরা পান করেছ নাকি বন্ধু ? শোন নি, আমার রাজ্যে প্রজারা কাঁদতে জানে না । তারা কেবল উৎসব করে···আনন্দ করে···হাঃ হাঃ হাঃ ! ওদের অভিযোগ ?

কীর্ত্তি । ওদের যে কি অভিযোগ সে আমি জানি এবং তার সমাধান কি—তাও আমার অজানা নয় । [প্রহরীর প্রস্থান] তুমি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করো রাজা ! আমি একবার চারিদিকটা অন্বেষণ করে আসি ।

রামা । দেওয়ান সাহেব !

কীর্ত্তি । আঃ—তোমার উপস্থিতিতে ওরা উত্তেজিত হতে পারে ! দাঁড়িও না আর—যাও—

রামা । আচ্ছা [টলিতে টলিতে] তুমি দাঁড়িও না শ্যাম কদমতলে ভঙ্গী তোমার ভাল নয়···রঙ্গিণী ওই রাই কিশোরী দেখলে পরে পাবেন ভয় ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[মন্দিরে প্রবেশ]

[কোলাহল-মত্ত নাগরিকদের প্রবেশ—সেই দলে ছদ্মবেশী মেঘনাথ]

সকলে। কোথায় রাজা, কোথায় আমাদের রাজা ?

কীর্ত্তি। কেন ! কি চাই তোদের ?

মেঘনাথ। এই যে দেওয়ান সাহেব ! দেওয়ানকে বল ভাই, দেওয়ানকে বল ! আমরা চাই—

সকলে। অন্ন—আমরা চাই বস্ত্র—

কীর্ত্তি। এ অভিযোগ অনেকদিন শুনেছি। এর জন্যে তোরা আজ উৎসব পণ্ড করতে এসেছিস !

মেঘনাথ। কিসের উৎসব ! আমরা খেতে পাইনা—আমাদের ক্ষুধার অন্ন মগে লুটে নেয়—আমাদের বুকের শিশু মহামারী রাক্ষসী ছিনিয়ে নেয়—রোগে—শোকে—অনাহারে দেশশুদ্ধ চাষী, তাঁতী আমরা, রাত্রি দিন জর্জ্জরিত হচ্ছি—এর প্রতিকার না করে কি উৎসব কচ্ছ দেওয়ান সাহেব ! আগে আমাদের অন্ন বস্ত্র দাও—আগে নরনারায়ণের পূজা দাও—উপবাসী নরনারায়ণকে ফেলে পাষাণ বিগ্রহ পূজা নেয় না—বিগ্রহ শুধু কাঁদে—ওই দেখ কাঁদে—

কীর্ত্তি। তোদের পূজা করতে হবে ! তোদের হুকুম ?

সকলে। আমাদের দাবী—ক্ষুধিতের দাবী—

কীর্ত্তি। এ দাবীর বিচার হবে পরে—এখন যা—

মেঘনাথ। আজ আমরা না খেয়ে মরব—তুমি বিচার করবে কাল !

সকলে। আমরা শুনব না—অনেক সহ্য করেছি—আর আমরা শুনব না!

কীৰ্ত্তি। কি—রাজদ্রোহ! প্রহরী—

[ছদ্মবেশী রঘু সর্দ্দারের প্রবেশ]

রঘু। রাজদ্রোহী এরা নয়—রাজদ্রোহী তুমি! নির্ম্মম-শয়তান, রাজাকে দূরে সরিয়ে রেখে যে স্বেচ্ছাচার দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে এসেছ তুমি, তারই প্রতিফল দিতে উদ্বেল জন-সমুদ্র আজ তোমাকে গ্রাস করতে এসেছে, মেঘমুক্ত-সূর্য্যের ন্যায় তাদের রাজাকে তাঁর হৃত শক্তির মাঝে অধিষ্ঠিত করতে এসেছে!

কীৰ্ত্তি। কে! কে তুই!

রঘু। [ছদ্মবেশ ত্যাগ] রঘুসর্দ্দার! তোমার যম—

[তরবারি তুলিল, সহসা চন্দন পিছন হইতে তাহার হাত ধরিল]

চন্দন। ক্ষান্ত হও…

রঘু! কে! এ কি চন্দন! [দেওয়ানের পলায়ন] ওরে আমাদের হারানো রাজাকে পেয়েছি—জয়ধ্বনি কর্,—জয়ধ্বনি কর্ তোরা—

চন্দন। থাক্; ক্ষুধাতুরের বিশুষ্ক কণ্ঠে সে জয়ধ্বনি সূচীমুখ অস্ত্রের ন্যায় আমার অন্তরকেই ক্ষত বিক্ষত করবে শুধু। জয়ধ্বনি চাই না আমি রঘুনাথ দা। কিন্তু বিস্মিত হই—তুমিও আজ লুণ্ঠন ব্যবসায়ী দস্যু!—

রঘু। হ্যাঁ, দস্যু, সেই দস্যু যে একদিন ঝড়ের রাতে ভুল করে' তোরই মাথায় লাঠি বসিয়েছিল!—

চন্দন। রঘুনাথ দা !—

রঘু। কিন্তু দস্যু আমি সাধে হই নি চন্দন,—একা দস্যু নই আমি ; আজ অরাজক বাংলায় যাদেরই বাহুতে শক্তি আছে, তারাই আত্মরক্ষার জন্য দস্যু সেজেছে,—আর যাদের সে শক্তি নাই—তাদের দশা এই [জনগণকে দেখাইয়া] রোগশীর্ণ, ক্ষুধাক্লিষ্ট চোখের জল শুধু সম্বল এদের !—

চন্দন। আজ আমার রাজ্য নাই, ঐশ্বর্য্য নাই—তাই—আমার কাছে তোমাদের সঙ্কোচের লেশমাত্র হেতু নাই। ওগো নিপীড়িত, নির্য্যাতিত বাঙ্গলার ভাইয়েরা আমার, তোমাদেরই সাথে এই পথের ধূলায় দাঁড়িয়ে আজ আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই—তোমাদের এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে ?—সুজলা সুফলা এই বঙ্গভূমি, যে দেশের মাটিতে সোনা ফলে, নদীর জলে অমৃতধারা বয়ে যায়, সমস্ত জগতের কামদুঘা সম চির করুণাময়ী জননীর সন্তান হয়ে, আজ তোমরা ক্ষুধার জ্বালায় আর্ত্তনাদ কর্চ্ছ —এর জন্য দায়ী কে ?

সকলে। দেওয়ান কীর্ত্তিধর দত্ত ! দায়ী আরাকানী মগ !

চন্দন। তাদের যদি শাস্তি দিই—তোমাদের অভাবের প্রতিকার হবে ? রোগ, শোক, দারিদ্র্য বিদূরিত হবে ? উত্তর দাও ভাই সব ? কীর্ত্তিধর কিম্বা অত্যাচারী মগের ছিন্ন-মুণ্ড পেলে কি তোমাদের সকল ক্ষুধা মিটে যাবে !

১ম-না। তা কি করে হবে ! আমরা—অন্ন চাই—বস্ত্র চাই···

চন্দন। তা হলে—ওগো বাঙ্গলার চাষী, ঘরে ফিরে গিয়ে ধর

তোমার ক্ষুধা-নাশন হাল, জাগাও মাঠের বুকে সোনার ফসল ;—ওগো ঘুমন্ত তাঁতী, তুমি চালাও তোমার লজ্জা-হরণ চরকা তাঁত, বয়ন করো তোমাদের পরিধেয় বসন। ঘুচবে তোমাদের লক্ষ্মী ছাড়া দারিদ্র্য ! ঘরে ঘরে উঠবে আনন্দের কল কল্লোল !

২য়-না। কিন্তু ওরা যদি অত্যাচার করে—

চন্দন। সে অত্যাচার দমনের ভার রাজার ! এবং তার জন্যে রাজভাণ্ডারের দ্বার—

রঘু। চন্দন ! আমার পাঁচশত অনুচর আজ হতে তোমার আজ্ঞাবাহী ! এসো, তাদের নিয়ে আমরা রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করি !

চন্দন। লুণ্ঠন !— [মন্দিরের সোপানে রামানুজ রায় দাঁড়াইল]

রামা। রাজার ভাণ্ডার রাজা গ্রহণ করবেন—তাতে লুণ্ঠনের প্রশ্ন ওঠে কেন রঘনাথ ?

চন্দন। এ কি ! রাজা রামানুজ ?

রামা। রাজা তো আমি কোন দিনই ছিলাম না ভাই···ছেলে বেলায় যাত্রার দলে ভিড়ে যেমন রাজা সেজেছি, এও ছিল তেমনি রাজগিরির অভিনয়। সত্যিকারের রাজা মহারাজ লক্ষ্মণমানিক্য যখন এসে পড়েছেন, তখন খেলা ঘরের রাজগিরির হোক অবসান, গ্রহণ করুন তিনি তাঁর রাজ মুকুট—আর সেই সঙ্গে বিঘোষিত করো জনগণ তাঁর জয়ধ্বনি, ঘোষণা কর তোমরা জাগ্রত বাঙ্গালী জাতির জয়ধ্বনি।

সকলে। জয় মহারাজ লক্ষণমাণিক্যের জয়— জয় জাগ্রত বাঙ্গালীর জয়—

[নেপথ্যে গুলির আওয়াজ]

চন্দন! একি! গুলির আওয়াজ এল কোথা হ'তে!

[জনৈক নাগরিকের প্রবেশ]

নাগরিক। দুর্বৃত্ত দেওয়ান এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য ভাবে মগ সেনার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা রাজ পথে গুলি চালিয়ে এই মন্দিরের দিকে ছুটে আসছে!—

চন্দন। শীঘ্র এস রঘুনাথ দা—আমরা বিজয়োল্লাসে ধেয়ে গিয়ে মগ বিদ্রোহ দমন করি—মন্দির রক্ষা করি—আমাদের দেশকে রক্ষা করি—

সকলে। জয় মহারাজ লক্ষণ মাণিক্যের জয়—

[সুবুদ্ধি রামের প্রবেশ]

সুবুদ্ধি। মহারাজ লক্ষণমাণিক্য—আমার কুঙ্কুম কোথায়!

চন্দন! কুঙ্কুম—

সুবুদ্ধি। তাকে হারিয়ে সারারাত সারাদিন কেঁদে—ফিরছিলাম। দূর থেকে ওই অশ্বত্থ তলায় তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে দিদি বলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম—এমন সময়ে কা'রা যেন পিছন থেকে এসে আমার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল গো—উধাও হয়ে গেল—

চন্দন। সে কি!—

সুবুদ্ধি। বোধ হয় দেওয়ানের লোক—শিগ্‌গির এসো রাজা—নইলে আমার কুমুকে বুঝি আর পাব না—

চন্দন। ওই—ওই মুহুর্মুহু গুলির আঘাতে রক্তাক্ত নাগরিকেরা রাজপথে লুটিয়ে পড়ছে—তারা আর্ত্ত কণ্ঠে আমার সাহায্য ভিক্ষা করছে!—এক দিকে আমার বাগদত্তা বধূ—আর একদিকে আমার বিপন্ন ভাই বোন!—ওই ওই দেখ, সহস্র বাঙ্গালীর জীবন যায়—বাংলার মাটী বাঙ্গালীর রক্তে রাঙ্গা হয়—এ সময়ে···না—না—সরে যাও সুবুদ্ধিরাম,—আমার এক কুঙ্কুম মরে মরুক—আজীবন তার স্মৃতির শ্মশানে আমি তপ্ত অশ্রু উপহার দেবো—তবু···তবু তাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি বাঙ্গলার সহস্র কুললক্ষ্মীর ললাটের সিন্দুর বিন্দু মুছাতে পারবো না—পারবো না— [ছুটিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মগ-শিবির

সহচর বেষ্টিত মৌসং সুরা পান করিতেছিল।

নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত

(গীত)

চেয়ো না কো মোর ভায়,   পিও শুধু পিয়ালায়
টলমল আঙ্গুরের খুন্।
নূপুরের রুণঝুণ্   সেতারের ঠুন্ ঠুন
দুটী চোখে দিয়ে যাবে ঘুম॥
বেহুঁস স্বপন ঘোরে মুশাফির কেন হায়
পিয়ালা ফেলিয়া মোর রাঙা ঠোঁটে চুমু চায়!
একদম্ বে-সরম, শোনো শোনো এ নরম
ঠোঁটে শুধু দিল্ রাঙা খুন॥

১ম সহচর। বাহবা—সাবাস্, আর একখানা ধরোনা বাঈজি—

মৌসং। না—না—তার চেয়ে—তোমরা একজন যাও, লড়াইয়ের খবরটা—

১ম স। লড়াইয়ের আর খবর কি হুজুর! বেচারা লক্ষ্মণমানিক্য

৮০ খানা ছিপ আর কোষা নিয়ে এসেছে তিন শ' আরকানী নৌবহরের সঙ্গে লড়াই করতে! ওকে হয়ত এতক্ষণ পিঁপড়ে-ডলা-করে মেঘনার তলে পাতালপুরাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হুজুর!

মৌসং। মেঘনার কূল-কিনারাহারা জলস্রোতে খোলামকুচীর মত এই ক'খানি নৌকো নিয়ে লড়াই করতে এসে, লক্ষ্মণ-মাণিক্য চরম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নাই। আমি আমার সেনাপতিদের এবং দেওয়ান কীর্ত্তিধর দত্তকে যেরূপ নির্দ্দেশ করে এসেছি—তা'তে বহুপূর্ব্বেই যুদ্ধ জয় হওয়া উচিত ছিল। সেই সুনিশ্চিত জয়ের আশাতেই আমি একটু বিশ্রাম ভোগ কচ্ছিলাম; কিন্তু ওদের বিলম্ব দেখে আমার মন কেন যেন বড় চঞ্চল হয়েছে! তুমি একবার খবর নিয়ে এস সেনানী—

১ম স। বলেন—যাচ্ছি;—চল গো চল—

[প্রস্থান; অপরদিক হইতে জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রহরী। বাঙ্গালীরা পালিয়ে গেছে হুজুর—বাঙ্গালীরা পালিয়ে গেছে—

মৌসং। পালিয়ে গেছে! কোথায়?

প্রহরী। উজানীর খাল বেয়ে।

মৌসং। কি করে গেল?

প্রহরী। সে এক ভেল্কির মত মনে হ'ল হুজুর! শাওন মাসের কালো মেঘ চিরে হঠাৎ যেমন করে বিজলীর খাঁড়া চোখ ধাঁধিয়ে নেচে যায়—ঠিক তেমনি করে আমাদের

নৌবহরকে দু'ভাগ করে কেটে লক্ষ্মণমাণিক্যের ছিপগুলি সোঁ সোঁ করে উজানীর খালের দিকে ধেয়ে গেল!

মৌসং। হুঁ, লক্ষ্মণমাণিক্য শুধু বীর নয়—কৌশলীও বটে। বিস্তীর্ণ জলস্রোতের মধ্যে এসেই সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল, তাই সঙ্কীর্ণ খালের মধ্যে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে এবার সে চায়—ওরে, শিগ্‌গির দেওয়ান কীর্তিধর দত্তকে তলব কর—না—না—তাকে বলে আয় উজানীর খালে লক্ষ্মণমাণিক্যকে অনুসরণ করতে।

প্রহরী। যো হুকুম হুজুর— [প্রস্থান]

মৌসং! লক্ষ্মণমাণিক্য! তুমি চাও আরাকানীদের কৌশলে আটক করতে! কিন্তু সে আমি হতে দেব না। এ যুদ্ধে যে পক্ষই পরাজিত হোক্ আমরা উজানীর খাল শুধু বাঙ্গালীর রক্তেই রাঙ্গিয়ে যাবো—

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। হুজুর, দেওয়ান সাহেবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মৌসং। সে কি!

প্রহরী। লক্ষ্মণমাণিক্য উজানীর খালে পালিয়ে যেতেই সে যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হয়েছে মনে করে তাঁর নৌবহর নিয়ে সরে পড়েছে! বলে গেছে যেটুকু যুদ্ধ বাকী আছে তা আমাদেরই সম্পূর্ণ করতে।

মৌসং। কি! দুর্ব্বৃত্ত, নিমকহারাম দেওয়ান, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাও তুমি! সৈনিক তুমি শীঘ্র যাও, আমার

নৌ-সেনাপতিকে নিষেধ কর—একখানি আয়াকানী ছিপও যেন উজানীর খালে প্রবেশ না করে।

প্রহরী। কিন্তু আমাদের ছিপ যে অনেক আগেই লক্ষ্মণমাণিক্যকে ধরতে খালে প্রবেশ করেছে হুজুর।

মৌসং। প্রবেশ করেছে! সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!

[২য় সেনানীর প্রবেশ]

২য় সেনা। সর্ব্বনাশ হয়েছে হুজুর—সর্ব্বনাশ হয়েছে—

মৌসং। বুঝতে পেরেছি—আমাদের নৌবহর যেমনি লক্ষ্মণ-মাণিক্যকে ধরতে খালে প্রবেশ করেছে, অমনি পেছন দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করেছে—

২য় সেনা। —রঘু ডাকাতের নৌবহর। আমরা খালের মাঝখানে দু'দিক থেকে আক্রান্ত। কি হবে হুজুর?

মৌসং। কি আর হবে! মূর্খ, অপদার্থের দল—কেন তোমরা উজানীর খালে প্রবেশ করতে গেলে! যুদ্ধ প্রারম্ভেই বেইমান দেওয়ান যখন সরে দাঁড়াল দেখলে—কেন আমায় জানালে না সে খবর?

২য় সেনা। ওই কোলাহল শুনুন হুজুর! তারা বুঝি নৌবহর বিচূর্ণ করে এবার শিবিরও আক্রমণ করল!

মৌসং। শীঘ্র যাও, শ্বেত পতাকা উড্ডীন করতে বল—সন্ধি—সন্ধি দূত মুখে সংবাদ প্রেরণ কর—যে কোন সর্ত্ত চায় লক্ষ্মণমাণিক্য—

[চন্দন, রঘু ও মধুময় প্রভৃতির প্রবেশ।]

চন্দন। দূত প্রেরণের আবশ্যক নেই রাজা, আমি নিজেই এসেছি তোমার সন্ধির সর্ত্ত জানতে—

মৌসং। এ কি! মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য!

চন্দন। উজানীর খালে তোমার নৌবাহিনীকে আজ আমরা যে দুর্ভেদ্য নৌ-ব্যূহ দ্বারা বেষ্টন করেছি, তার ফলে আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ হলে শুধু উজানী নয়—সারা মেঘনার জল আরাকানী মগের তাজা রক্তে রাঙা হয়ে যাবে। অনর্থক রক্তপাতে আমার অভিরুচি নাই; আমি শুধু জানিয়ে দিলাম—যে আরাকান শক্তি বাঙ্গলার বুকের ওপর দিয়ে এতকাল অবাধ স্বেচ্ছাচার চালিয়ে এসেছে—আজ সেই অত্যাচারিতে বাঙ্গালী জাতি, প্রয়োজন হলে, তাদের মুষ্টি নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে। এখন আরাকান রাজের অভিরুচির ওপরেই আমাদের ভবিষ্যত কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্ভর কর্চ্ছে।

মৌসং। আমরা সন্ধি করতে প্রস্তুত—

চন্দন। সর্ত্ত?

মৌসং। আমাদের নৌবহর নিয়ে আমরা আপনার রাজ্য সীমা ত্যাগ কর্চ্ছি।

চন্দন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে শপথ করে যাও আরকান রাজ, যে বাঙ্গালী জাতের ওপর আর ভবিষ্যতে তোমরা কোন অত্যাচার করবে না—বাঙ্গালী বণিকের বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন

করবে না—বাঙ্গালী কিষাণের মাঠের ফসল নির্ম্মমভাবে আগুণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে না—

মৌসং। শপথ! আপনি শপথ বিশ্বাস করেন মহারাজ?

চন্দন। হ্যাঁ করি—শক্তিমন্ত বাঙ্গালী আজ আরকান রাজের শপথকে বিশ্বাস করে! কারণ, সে শপথ যদি ভঙ্গ করো তাহলে তার প্রতিফল দিতেও আমরা জানি আরকান রাজ—

মৌসং। উত্তম, আমি শপথ কর্চ্ছি রাজা—তোমার সোনার বাংলাকে আর আমরা নির্য্যাতিত করব না।

চন্দন। ব্যস্ যথেষ্ট, এসো রঘুনাথ দা, আমরা অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যাই! কুঙ্কুম—কুঙ্কুমের সন্ধান এখনও বাকী আছে।

মৌসং। কিন্তু রাজা, বাঙ্গলার দ্বার রুদ্ধ হলে অনুর্ব্বর আরকান মুলুক যে আমাদের পর্য্যাপ্ত আহার যোগাতে পারবে না!

রঘুনাথ। সেজন্যে ভেবোনা রাজা,—আমাদের অন্নপূর্ণা মা যখন তাঁর সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেন—ক্ষুধিত প্রতিবেশীর ছেলে এসে তখন তাঁর দুয়ারে দাঁড়ালে তিনি তাকেও উপবাসী রাখেন না!

—০—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাজুলীর বিল। আবর্ত্তশীল কালো জলে রাশি রাশি ফেণা,
এক পার্শ্বে নিমজ্জমান পাট ক্ষেতের কিয়দংশ
দেখা যাইতেছে]

[কীর্ত্তিধর, কুঙ্কুম ও সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ]

কুঙ্কুম। দুর্ব্বৃত্ত শয়তান, আর আমাকে কতদূর নিয়ে যাবি তোরা! এক পাও আর আমি অগ্রসর হব না। বল প্রকাশ করিস্ তো—ওই জল স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।

কীর্ত্তি। হা—হা—হা, বৃথা চেষ্টা সুন্দরী, আর কার আশায় তুমি আমার হাত হ'তে পালাতে চাও? মগ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তোমার চন্দন আজ উজানীর খাল বেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আর তোমার তার জন্যে কিসের দরদ? সুন্দরী, এইবার তোমার হরিণের মত কাল কাজল চোখ দুটী এই অধীন ভক্তের দিকে ফেরাও!—

কুঙ্কুম। দুর্ব্বৃত্ত দেওয়ান!

কীর্ত্তি। ওঃ—এখনও তোমার ফোস ফোসানি! দাঁড়াও, বিষদাঁত ভাঙ্গছি! ওরে, কোথায় সেই মুসলমান চাষী, যার নৌকা আনবার কথা ছিল?—

প্রহরী। ওইযে—ওইযে হুজুর এসে পড়েছে—

[নৌকা লইয়া ধলুর প্রবেশ]

ধলু। আদাব—

কীর্ত্তি! ধর্—তোল একে নৌকায়—

কুঙ্কুম। কথ্খনো না—কারুর সাধ্য নেই আমায় নৌকায় তোলে। শয়তান, নিঃসহায় নারীর ওপর এ অত্যাচার ধর্ম্মে সইবে না—বিধাতার কাল বজ্র তোদের মাথায় নেমে আসবে —তোদের সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে।

[জোর করিয়া কুঙ্কুমকে নৌকায় তুলিল]

কুঙ্কুম। কে আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর—

[সসৈন্যে রামানুজের প্রবেশ ও কীর্ত্তিধরের অন্তরালে গমন]

রামানুজ। খবর্দ্দার উল্লুকের বাচ্ছা, যে যেমনটি আছিস্, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাক্—একটু নড়্‌বি তো গুলি করে মারব। (সৈন্যদের প্রতি) এই, নৌকা আটক কর— বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাক তোরা, আমি নিজের হাতে কুঙ্কুমকে মুক্ত ক'রে আনছি—

[নৌকায় উঠিয়া কুঙ্কুমের বাঁধন খুলিতে লাগিল, ধলু রামানুজের তলোয়ার তুলিয়া লইল—অন্যান্য মাঝিগণ ক্ষিপ্র হস্তে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল]

রামা। একি! শয়তান!—গুলি—গুলি—গুলি চালাও তোমরা।

[সৈন্যগণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল ; লুক্কায়িত স্থান হইতে কীর্ত্তিধর বাহিরে আসিয়া কহিল]

কীর্ত্তি। হাঃ হাঃ—বন্দী কর্—বন্দী কর্—

রামানুজ। একি! ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান, পরস্ত্রী অপহরণকারী নীচাত্মা পামর—

কীর্ত্তি। কে পরস্ত্রী অপহরণকারী রামানুজ? এই তোমার রক্ষী সেনাদল উপস্থিত, এদের জিজ্ঞাসা কর, পরস্ত্রী অপহরণ-কারী কে?

সৈন্যগণ। রামানুজ রায়—!

কীর্ত্তি। বল তোমরা, কুঙ্কুমকে হরণ ক'রে পালিয়ে গেল কে?

সৈন্যগণ। রামানুজ রায়—!

রামানুজ। মিথ্যা কথা। ওদের তুমি টাকা দিয়ে মিথ্যা কথা শিখিয়েছ!

কীর্ত্তি। হাঃ হাঃ হাঃ;—যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাও।

[ধলু ও মাঝিগণ নৌকা বাহিয়া চলিয়া গেল]

তোমরাও এবার ফিরে যাও সৈন্যগণ, এই মহাসত্য তোমরা প্রচার কর দেশে দেশে, নগরে নগরে। বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কর সবে—রামানুজ রায় কুঙ্কুমকে অপহরণ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। যাও—কেউ নাই তোমাদের প্রতিবাদ করতে—কেউ নাই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে—

[সৈন্যগণ সহ প্রস্থান; অপর দিক হইতে সন্তর্পণে
রহিম ও সাকিনার প্রবেশ]

সাকিনা। কেউ নাই সাইক্ষ্য দিতে! এরা সগ্‌গোলেই কি বেইমানি করবে! হায় হায়—সব বেইমান—সব বেইমান—

রহিম। করুক—করুক বেইমানী; ডর কি সাকিণ্ডা! চক্ষুর পানি মুইছা ফেলাইয়া ওই ছাখ—ওই ছাখ বৌ—মাথার উপর সাইক্ষ্য হইয়া চাইয়া আছেন—স্বয়ং খোদাতাল্লা আর এই জমিনের উপর সাইক্ষ্য রইলাম আমরা দুই কিষাণ কিষাণী।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামল কিশোর মন্দির প্রাঙ্গন।

চন্দন ও রঘুনাথ।

চন্দন। কি…কি বললে রঘুনাথ দা! রামানুজ কুঙ্কুমকে হরণ করে পালিয়েছে!

রঘু। সবার মুখেই ওই এক কথা চন্দন…সমস্ত দেশ জুড়ে ওই একই জনরব!

চন্দন। ঐ রামানুজ আমার সহোদর নয়। তবু ওকে পেয়ে আমি সোদরের অভাব ভুলেছিলাম। সরলপ্রাণ, স্নেহ-বুভুক্ষু সেই আমার প্রাণের রামানুজ—সে কিনা…সে কিনা শেষে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা…আমি ভাবতে পারি

না রঘুনাথ দা! তবে জগতে কা'কে আর বিশ্বাস করব… কা'র ওপর প্রত্যয় রাখব?

রঘু। অধৈর্য্য হোয়ো না চন্দন। দিকে দিকে সেনা প্রেরণ কর…তা'দের সন্ধান করে—

চন্দন। কোনো প্রয়োজন সেই রঘুনাথ দা। তা'দের সন্ধানে বৃথা শক্তি ক্ষয় করব না আমি। এখনো কসবার দুর্গ অনধিকৃত…এখনো সিঙ্গুরীয়া জয় করি নি। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার পূর্ব্বে জীবনে আর আমার কোনো কর্ত্তব্য আছে—আমি স্বীকার করি না। রঘুনাথদা, বারম্বার প্রচেষ্টায় কস্‌বা দুর্গ অধিকার করতে পারি নি আমরা। এবারে সন্দীপ পোতাশ্রয়েয় পর্টুগীজ অ্যালভারিজ গঞ্জালেসের নিকট হ'তে আমি এক বারুদ পূর্ণ জাহাজ ক্রয় করেছি। সেই জাহাজ ভুলুয়ায় এসে পৌঁছিলেই—

[মধুময়ের প্রবেশ]

মধু। মহারাজ—

চন্দন। মধুময়! কি সংবাদ?

মধু। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য মহারাজ, এই মাত্র দূত মুখে সংবাদ পেলাম মেঘনার মোহানায় তুফানে পড়ে জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়েছে।

চন্দন। অ্যাঁ, জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়েছে! চমৎকার…চমৎকার! অদৃষ্ট গগণে বিপরীত বায়ু প্রবাহিত হয়েছে রঘুনাথ

দা...দারুণ তুফান উঠেছে; জানি না এর পরিণাম কোথায় !

[মেঘনাথ ও জনৈক বন্দী সেনানীর প্রবেশ]

মেঘ। বেইমান ! সব বেইমান ! বাংলার বুকে বসে তোদের এ বেইমানী আর আমরা সহ্য করব না !

রঘু। ব্যাপার কি মেঘা ? কে এ—

মেঘ। শত্রুর গুপ্তচর—

চন্দন। গুপ্তচর !

মেঘ। শয়তান যদি বাঁচতে চাস্ তা'হলে মহারাজের সম্মুখে সত্য বল—তুই কোথা হ'তে আসছিলি ?

সেনা। সত্য বলব হুজুর,—আমি অনুরাধা দেবীর নিকট হতে দেওয়ান সাহেবের কাছে যাচ্ছিলাম—

চন্দন। অনুরাধা দেওয়ানের কাছে প্রেরণ কচ্ছিল ! কেন ?

সেনা। তিনি যে দেওয়ান সাহেবের প্রধানা গুপ্তদূতী—

চন্দন। কি...কি বললি...শয়তান—

সেনা। দোহাই হুজুর,—আমায় বধ করবেন না। প্রাণের দায়ে আমি সত্য কথাই বলেছি...

মেঘ বিশ্বাস করুন মহারাজ, বন্দীর কথা সত্য—

চন্দন। মেঘনাথ !

মেঘ। ঐ সেনানীর মারফতে রমণী দেওয়ানকে এক পত্র প্রেরণ করেছিল। পথে একে গ্রেপ্তার করে পত্র কেড়ে নিয়েছি— [পত্রদান ; চন্দন তাহা পাঠ করিল]

চন্দন। অনুরাধার হস্তাক্ষর! হ্যাঁ···অনুরাধার! কিন্তু এও কি সম্ভব! কেন অসম্ভব! রামানুজ প্রতারক···কীর্ত্তিধর প্রতারক···বাংলার উর্ব্বর মৃত্তিকায় একমাত্র ফসল জন্মাচ্ছে আজ শুধু প্রতারণার কণ্টক তরু! না···না···এ বিষবৃক্ষ আমি স্বহস্তে উৎপাটিত করব। বন্দী, তোমায় আমি মুক্তি দান করব যদি তুমি আমায় সেই পাপিষ্ঠা অনুরাধার সন্ধান দাও—

সেনানী। এই মন্দির প্রাঙ্গনেই আমাদের পুনর্ব্বার সাক্ষাতের কথা ছিল মহারাজ,—হয়তো তিনি নিকটেই কোথাও—

চন্দন। এসো রঘুনাথ দা,—আমরা মন্দিরের চারিদিক অন্বেষণ করি— [সকলের প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে ভানুমতী ও অনুরাধার প্রবেশ]

ভানু। আমার কথা শোন্ অনুরাধা···আর এদেশে নয়···চল— আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই—

অনু। মা,—

ভানু। কথা নয় অনুরাধা, চল্, আবার মেঘনার জলে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দেই। দেশ দেশান্তরে ঘুরে তুই আবার নাচগান করবি···অনেক টাকা মোহর আনবি···তাই নাড়াচাড়া করে—আমি জীবনের শেষ ক'টা দিন—

অনু। সে আর হয় না মা। বাংলায় এসে আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিছি···সে ব্রত এখনো তো সমাপ্ত হয়নি! বাংলার এই পুণ্যতীর্থ ছেড়ে আমার যে কোথাও যাবার অধিকার নেই মা!

ভানু। ব্রত…তীর্থ! হতভাগী,—একবার নিজের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌তো? সেই সোনার অঙ্গ একেবারে কালি করেছিস্‌…বুক জোড়া তুষের আগুন নিয়ে তুই এম্নি করে আত্মঘাতী হ'তে বসেছিস্‌—এই বুড়ো বয়সে আমায় তাই চোখে দেখতে হ'বে!

অনু। মা—

ভানু। আমায় এমন কোরে জ্বালাস্‌ পোড়ারমুখী! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তোকে যদি আমি পেটে ধরতাম—তা হ'লে পারতিস্‌ কখনো আমায় এমন সাজা দিতে?

অনু। মা…একি বলছ তুমি! পেটে ধরতে যদি…তবে…তবে কি তুমি আমার মা নও!

ভানু। ওরে…না…না…মা নই…তোর মায়ের আমি দাসী।

অনু। তবে…তকে কে আমার মা?

ভানু। মা তোর স্বর্গে! মেঘনায় এক ঝড়ের রাতে নৌকাডুবি হয়…সেই তুফানে তোর মাকে হারিয়েছিস্‌, কিন্তু তোর বাবা হয়তো এখনো…হ্যাঁ…মনে হয়…আজই তাকে …যাই…খুঁজে দেখি—এখনো হয়তো তোকে তোর আপনজনার হাতে তুলে দিতে পারব— (ছুটিয়া প্রস্থান)

অনু। শোনো…শোনো…আমি তোমার সঙ্গে যাবো মা,…এই মন্দির প্রাঙ্গণে শুধু একটা কর্ত্তব্য সমাধা করেই চলে যাবো …মা…মা…

(গমনোদ্যতা ; চন্দন প্রভৃতির প্রবেশ)

চন্দন। দাঁড়াও অনুরাধা—

অনু। চন্দন ! সরো···সরো···আমার আপনজনার সন্ধান—

চন্দন। আপনজনার সন্ধান করবে পরে। আমি জানতে এসেছি —তুমি আমাকে কী সংবাদ দেবার জন্যে দেওয়ানের অধিকৃত কস্‌বা দুর্গ পরিত্যাগ করে ভুলুয়ায় প্রবেশ করেছ ?

অনু। চন্দন ! একি তোমায় কণ্ঠস্বর চন্দন ?

চন্দন। দেশের রাজা তোমার কাছে তার প্রশ্নের উত্তর চায় অনুরাধা—

অনু। কি প্রশ্ন ?

চন্দন। তুমি যে রাত্রে আমায় মেঘনা বক্ষ হ'তে বজরায় তুলে এনে মণিঝিল প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছিলে—সে রাত্রে তুমি কোথা হতে আসছিলে, কোথায় চলেছিলে···তুমি কে··· কা'রা তোমার আপনজন—

অনু। আমি জানিনা—

চন্দন। জানো না ! তাহ'লে এ-ও বোধ হয় জানো না—মেঘনা যুদ্ধের সময় কেন তুমি দেওয়ানের পার্শ্বচারিণী হয়েছ, কেন তার অধিকৃত কস্‌বা দুর্গে প্রবেশ করেছ ! প্রবেশ করেছ যদি—উত্তর দাও অনুরাধা—কি উদ্দেশ্যে আবার তুমি ভুলুয়ায় এসেছ ?

অনু। চন্দন···চন্দন—

চন্দন। আমার কথার উত্তর চাই। রমণী হ'য়ে দেশের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজনীতির সঙ্গে তোমার এরূপভাবে বিজড়িত হ'বার উদ্দেশ্য কি ?

অনু। তুমি উত্তেজিত হোয়ো না চন্দন, আমায় তুমি অমন করে তিরস্কার কোরো না। আমি সব সইতে পারি—কিন্তু তোমার তিরস্কার সইতে পারি না। আমায় বিশ্বাস করো চন্দন,—আমি যা করেছি—সবই তোমার হিতের জন্য। বিশ্বাস করো আমায়—

চন্দন। বিশ্বাস! রামানুজ একদিন উপযাজক হয়ে আমায় সিংহাসন দিয়েছিল; বড় বিশ্বাস করেছিলাম সেই ভাইকে। সেই বিশ্বাসের বিনিময়ে—রামানুজ আজ কুঙ্কুমকে অপহরণ করে পলাতক! সারা বাংলাদেশ আজ তার অপরূপ ভ্রাতৃপ্রেমের কথা ঘোষণা কর্চ্ছে! তুমি একদিন আমার জীবন দান করেছিলে; তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম। তুমিও সেই বিশ্বাসের বিনিময়ে—(পত্র দেখাইয়া) পড়ে দেখ, হস্তাক্ষর চেন অনুরাধা? বল, এচিঠি কার?

অনু। আমার—

চন্দন। কেন দেওয়ানকে এ চিঠি লিখেছিলে—কস্‌বা দুর্গ পরিত্যাগ করে সিঙ্গুরীয়া দুর্গে আশ্রয় নিতে?

অনু। আমি বলব না—

চন্দন। কস্‌বার দুর্গ-প্রাকার আমি বহু চেষ্টায় অধিকার করতে পারিনি। এবার সমস্ত শক্তি সংহত করে পুনরাক্রমণের আয়োজন কর্চ্ছি—এই সংবাদ জেনে—দেওয়ানের গুপ্ত-দূতী তুমি—তাকে পূর্ব্ব হ'তে নিরাপদ করতে চেয়েছ সিঙ্গুরীয়া দুর্গে স্থানান্তরিত করে! চতুরা গুপ্তচর রমণী,

—তুমি জানতে না যে তোমার গতিবিধির ওপরেও আমার সতর্কদৃষ্টি সন্নিবিষ্ট রয়েছে—

অনু। সতর্কদৃষ্টিতে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে—তারপর আমার প্রতি কি দণ্ড দিতে চাও—তুমি সেই কথা বল রাজা—

চন্দন। পাপিষ্ঠা গুপ্তদূতী,—তোমায় আমি মৃত্যু দণ্ড দিতে চাই …তোমার কার্য্যের প্রতিফলস্বরূপ তোমায় আমি বারুদপূর্ণ কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে…না…না…সে আমি পারব না…আমি তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারব না! অনুরাধা, এ তুমি কী কর্লে! তোমায় যে আমি অন্তরে অন্তরে পূজা করে এসেছি…তোমার স্মৃতি যে আমার মর্ম্মবেদীর ওপর পবিত্র তুলসী মঞ্জরীর ন্যায় মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল! সেখান থেকে তোমায় অপসারিত করতে হলে—স্বহস্তে আমার হৃৎপিণ্ড শুদ্ধ উৎপাটিত করতে হয়! তুমি যাও…তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাও অনুরাধা,—তোমার নিঃশ্বাসে আজ মৃত্যু বিষ—তুমি আমার দৃষ্টিপথ হ'তে সরে যাও—

অনু। ভাল, তাই যাব…আমি চলে গেলে…যদি তুমি সুখী হও …আমি জন্মের মত তোমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাব। একটী কথা শুধু তোমায় বলতে এসেছিলাম; পথে আসতে এক কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল…তা'দের এখানে আহ্বান করে এসেছি। তারা আমার হয়ে সব কথা বলবে তোমায়।

চন্দন। অনুরাধা—

অনু। দুর্নিবার অপবাদের বোঝা মাথায় চাপিয়ে আজ আমি তোমার কাছ হ'তে বিদায় হচ্ছি চন্দন। নিন্দা হোক্... তিরস্কার হোক্—যাবার বেলায় তোমার কাছে যা পেলাম —সেই হোক্ আমার যাত্রা পথের পরম পাথেয়—

[চন্দনকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

চন্দন! একি হ'ল! মনে হচ্ছে, কি যেন একটা মস্ত ভুল করে বসলাম! না...না...অনুরাধা...অনুরাধা...

(রহিম, ধলু ও গ্রাম্য চাষীদের প্রবেশ)

রহিম। মা অনুরাধা...কোহানে মা তুমি?

চন্দন। তোমরা!—

রহিম। এই যে, হুজুর, আদাব। মা আমাগো ডাকছিলেন—

চন্দন। অ্যাঁ! তোমরাই সেই কৃষক সম্প্রদায়! কেন...কেন ডেকেছিলেন তোমাদের?

রহিম। আপনারে কবি গান শোনাইতে। এট্টুু ধৈর্য্য ধইরা শোনেন হুজুর,—অনেক ফিকির ফন্দী কইর‍্যা ধলু মেঞারে লইয়া আইছি। বড় জরুরী গীত হুজুর, বড় জরুরী কবির গীত। বাজা রে ভাই...বাজা—

(ঢোল, কাঁসি বাজিতে লাগিল। গান সুরু হইল)

রহিম। এ এই...পেরৃথমে বন্দিনু আমি...

ধলু। বন্দনা তোর রাইখ্যা দে, সোমায় আমার নাই,
ডুইড্যা গুত্যা দিয়া তোরে বাড়ী ফির‍্যা যাই!

রহিম। (গুত্যা দিবি?)

ভেড়ার শিংএর ধার দেইখ্যাছ ? দ্যাখ্‌ছ কাণ্ডখানা !
গুরু-স্মরণ করব আগে, তা-ও ডাক্‌তে করে মানা !

ধলু। তোর ভ্যার্‌ভ্যারাণি ফ্যার্‌ফ্যারাণি শিকেয় তুইলে রাখ্‌—
ডাকতে যদি অতই ইচ্ছে—
গেরামশুদ্ধা তয় আমারে বাবা বইলে ডাক্‌।

রহিমের লোকেরা। কি! কি কইস্‌ হালা: (লাঠী তুলিল)

রহিম। চুপ·· চুপ। শোনো মেঞা, যা কওয়ার আমারে কও ; গেরাম ধইর‍্যা কইও না। তাহইলে তোমার গেরামেরেও আমি ছাড়ব না,—এমন কেচ্ছা বাইর্‌ করব তোমাগো—

ধলু। ক'—কি কেচ্ছা ক'বি আমাগো ? না কইথে পারিস্‌ তো তুই তোর বাপের বে-জন্মা—

রহিম। এমুন কীর‍্যা দিলি! তয় হোন্‌—ধর্‌রে,—তোরা ধুয়্যা ধর—

(ধুয়া)

বন্ধু ন্যাজ নাড়ে আর খাজুর খায়,
বন্ধুরে দ্যাখ্‌ছ নাকি গাছতলায়।

(দলের লোকেরা তাহার সঙ্গে ধুয়া গাহিল)

রহিম।

কাজুইল ডাঙ্গা বিলের ঢেউ বাইস্যাকালে দ্যাখছ কেউ ?
যেন কালনাগিনী ফোস্‌ ফোসাইয়্যা মরে !
সেই কালো সাপের ছোবল্‌ খাইয়্যা নাও বাইয়্যা যায় যুগল নাইয়্যা—
সাঝ-তারকা ওঠ্‌ছে তহন মাথার উপ্যারে।

এমন সময় চাইয়্যা গ্যাহে　　　　কাপড় বাইন্ধ্যা হাতে মুহে
পরের নারী কইর‍্যা চুরী কোন্ শালা পলায়।
(ধূয়া…বন্ধু ন্যাজ নাড়ে আর খাজুর খায়—ইত্যাদি)

চন্দন। সেকি!

রহিম। পাইক্ পেয়েদা পাছে পাছে অস্তর লইয়া আসে,
কাণ্ড গ্যাখথে যুগল নাইয়া রইল ঝোপের পাশে।
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা দুশমণেরে কয়—
"আমারে ছাইড়্যা দেরে, (ও তোর) থাক্‌লে ধর্ম্মের ভয়:
(আহা) দুষ্মণ শোনে না কথা, বোঝে না সতীর ব্যথা,
জোর করিয়া ধইর‍্যা তারে তুইল্যা নিল নায়।
(ধূয়া—বন্ধু ন্যাজ নাড়ে…ইত্যাদি)

চন্দন। তারপর! তারপর!

ধলু। চুপ্ দে…চুপ্ দে রহিম হালা…থাম্

রহিমের দল। ক্যান…থামবে ক্যান? গাইয়া যাও মেঞা—

রহিম। এমন কালে কোথার থিক্যা আইলেন মহাবীর,
হাতেতে বন্দুক আর কান্ধে ধনুক তীর।
কন্যারে বাচাইতে তিনি উইঠ্যা রইলেন নায়—

চন্দন। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তারপর!

রহিম। কি কব দুঃখের কথা, এমন দুষ্মণ—
কৌশলে বীরেরে তারা করিল বন্ধন।
চোর ধরিতে আইস্যা তিনি চোর সাজিলেন হায়!
(ধূয়া—বন্ধু ন্যাজ নাড়ে ইত্যাদি)

চন্দন। কে! কে সে বীর! কোথায় নিয়ে গেল তাকে—

ধলু। কইসত্যা…কইসন্যা রহিম—

রহিমের দল। একশবার ক'বে—কও…কও—

রহির। পরিচয় পর্ব্ব তবে এবার যাবো গাইয়্যা,
আমরা দু'টী সোয়ামী স্ত্রী, আমরা সেই নাইয়্যা।
কুঙ্কুম কন্যার নাম, তোল্‌ল যারে নায়ে।
চোর্‌ সাগ্গাইল সব শালারা রামানুজ রায়ে।
দলের নেতা দেওয়ান সায়েব, কীর্ত্তিধর নাম,
সঙ্গী ছিলেন এই ধলু মিঞা, বাওন কান্দায় ধাম।

চন্দন। (ধলুর ঘাড় ধরিয়া) শয়তান! বল্‌…বল্‌…কোথায় রামানুজ, কোথায়—কুঙ্কুম!

ধলু। কইথেছি…কইথেছি হুজুর আমারে ছাইড়্যা দ্যাও—তারা…তা'রা কসবার দুর্গে—

চন্দন। কস্‌বা দুর্গে!

ধলু। হ। আপনার গোলাবারুদের জাহাজ লুইট্যা দেওয়ান সেই কেল্লা বোঝাই দিছে—

চন্দন। সে কি! তবে যে সংবাদ পেলাম বারুদের জাহাজ মেঘনায় ঝড়ের মধ্যে উধাও হয়েছে! শোনো মধুময়, শোনো রঘুনাথদা; বারুদপূর্ণ সুরক্ষিত কস্‌বা দুর্গ আজ আমাদের মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ সৈন্যের নিকট দুর্ভেদ্য—শুধু এই জন্যেই দেওয়ানকে কৌশলে সিন্দুরীয়ায় স্থানান্তরিত করে—অনুরাধা আমাদের জয়ের পথ সুগম করতে চেয়েছিল। ওঃ, কি ভুলই করেছি। অনুরাধা…অনুরাধা…

[ভানুমতীর প্রবেশ]

ভানু। অনুরাধা কসবার দিকে ছুটে গেছে…কসবার দিকে ছুটে গেছে…

রঘু। একি! ভানুমতী! ওরে তোদের যে আমি মেঘনার জলে ডালি দিয়েছিলাম; তুই যদি বেঁচে আছিস্…তবে…তবে আমার মেয়ে কোথায় ভানু—

ভানু। সে-ও এখনো বেঁচে আছে প্রভু…কিন্তু আর বুঝি তা'কে বাঁচাতে পারলে না…পাগল হয়ে ছুটেছে সে ওই কসবার দিকে…

রঘু। কসবার দিকে! তবে কি…তবে কি আমার মেয়ে—

ভানু। তোমার মেয়ে—অনুরাধা…

রঘু। অনুরাধা…অনুরাধা… [ছুটিয়া প্রস্থান]

চন্দন। মধুময়…মধুময়…শীঘ্র চল…কস্‌বা…কস্‌বা— [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

কস্‌বা—দুর্গাভ্যন্তর

[রামানুজের প্রবেশ]

রামা। কুঙ্কুম—

কুঙ্কুম। একি! আপনি এখানে এলেন কি করে! আপনাকে ওরা আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ছেড়ে দিল?—

রামা। ছেড়ে দেয়নি কুঙ্কুম, বাইরে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি কিনা—তাই।

কুঙ্কুম। চলে যাচ্ছেন—কোথায়?

রামা। সে অনেক দূরে। শুনছি আরকান মুলুকে···মগের রাজত্বে যেতে হবে! আজ এই শত্রুপুরে এখন তোমার একমাত্র ভরসা রইল তোমার ভাই—

কুঙ্কুম। আমার ভাই!—আমার ভাইয়ের কথা বলবেন না—সে আজ দেওয়ানের মোসাহেব!—

রামা। সে কি!

কুঙ্কুম। এখানে এসে আমার সঙ্গে একবারও দেখা করল না! জানালা দিয়ে দেখলাম সেদিন দেওয়ানের দেওয়া চাপড়াশ এঁটে পোষা বেড়ালের মত তার পিছু পিছু চলেছে, আমার চোখে পড়তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল।

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। শিগগির চলে এসো বন্দী, আর সময় নাই —

রামা। কুঙ্কুম—

কুঙ্কুম। আমার জন্যে ভাববেন না—যে শক্তি এই দারুণ বিপদের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্তকে আমার ছায়া স্পর্শ করতে দেয়নি—শেষ নিঃশ্বাস পড়বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সেই শক্তিই আমাকে রক্ষা করবে!—

রামু। বিদায়—ভগ্নী—বিদায়—

কুঙ্কুম। বিদায়—ভাই—বিদায়— (প্রহরীসহ রামানুজের প্রস্থান)

[সুবেশধারী সুবুদ্ধিরামের প্রবেশ]

কুঙ্কুম। একি! দাদা—তুমি!—

সুবুদ্ধি। না—না—আমি কারু দাদা টাদা নই—আমার সঙ্গে কারুর কোনো সম্পর্ক নাই—

কুঙ্কুম। একি বলছ তুমি দাদা!—তাকিয়ে দেখ। আমি তোমার ছোট বোন কুঙ্কুম—

সুবুদ্ধি। হুঁ, চোখের দিকে তাকাই—আর তুমি আমায় ভড়্‌কে দাও! আমি তাকাবও না—কোনো কথাও শুনব না!—

কুঙ্কুম। তবে কেন এসেছ—

সুবুদ্ধি। এসেছি, আজ ভাল লগ্ন আছে—তোমায় দেওয়ানকে বিয়ে করতে হবে।

কুঙ্কুম। দাদা!—

সুবুদ্ধি। উহুঁ—চোখ রাঙালে চলবে না—দেওয়ান আমাকে আইনের বই পড়ে শুনিয়েছে। বাবা মার অবর্ত্তমানে আমিই তোমার অভিভাবক আমার কথা তোমাকে শুনতেই হ'বে।—

কুঙ্কুম। যদি না শুনি!—

সুবুদ্ধি। কি, শুনবি নে—এত বড় আস্পর্দ্ধা—না শুনিস তো তোকে আমি—তোকে আমি—(কুঙ্কুমের চোখে চোখ পড়িতে অপ্রস্তুত হইয়া) না।—তোর আবার কি করব! মাঝখান থেকে দেওয়ান আমার ভাল ভাল জামা কাপড়-গুলো গা থেকে কেড়ে নেবে শুধু।—

কুঙ্কুম। ছিঃ ছিঃ দাদা, তুমি এতদূর অধঃপাতে গেছ! ওই দেওয়ানের দেওয়া গোলামীর চাপরাশ এঁটে তোমার বোনকে সেই শয়তানের হাতে সঁপে দিতে চাও! তুমি কি ভুলে গেছ যে আমি চন্দনের বাগদত্তা!—

সুবুদ্ধি। তা—তাতো জানি, কিন্তু দেওয়ান যে বলে তুই ওকে বিয়ে না করিস্ তো তোকে কেটে ফেলবে। তা যদি করে তবে আমিই বা বাঁচব কেমন করে! তুই যে আমার দিদি—তুই যে আমার মায়ের পেটের লক্ষ্মী বোনটী! ওরে, বিয়ে না করলে দেওয়ান যে তোকে আস্ত রাখবে না হতভাগী—

কুঙ্কুম। সেই ভয়ে তুমি কাতর হচ্ছ দাদা! কিন্তু জান না কি, শয়তানের গলে বরমাল্য দেওয়ায় মৃত্যুর চেয়ে অধিক যাতনা! কি করবে আমার ওই দেওয়ান! তোমাকে কতদিন রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি! মনে নাই রাবণের আশোক বনে নির্য্যাতিতা জানকীর কথা? মনে নাই কৌরব সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর কথা? মনে নাই শ্রীবৎস-চিন্তা, নল দময়ন্তীর পূণ্য-কাহিনী! চেয়ে

দেখ দাদা, আমার মুখ পানে। এই মুখে দেখ সেই সতী-লক্ষ্মীদের মুখের জ্যোতি—এই চোখে দেখ সেই দাক্ষায়ণীর নয়ন-দ্যুতি! মৃত্যুকে কেন ভয়—আমি যে মৃত্যু বিজয়িনী সাবিত্রীর কন্যা!—

সুবুদ্ধি। ঠিক বলেছিস্—ঠিক ব'লেছিস্ কুঙ্কুম—তবে আর ভয় কেন? তবে আর ভয় কাকে?

(দেওয়ানের প্রবেশ)

কীর্ত্তি। রাজী হ'ল তোমার বোন্—আমাকে বিবাহ কর্ত্তে?

সুবুদ্ধি। কে! দেওয়ান সাহেব! বলছি, আগে তোমার চাপরাশ্ খুলে নেই (উষ্ণীষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিল)…এইবার শোন, যে মুখে আমার সতীলক্ষ্মী বোন্‌কে জোর করে বিয়ে করবে বলে—বড়াই কর্চ্ছ—সেই মুখে এই নাও আমার দেওয়া বিয়ের যৌতুক— [চপেটাঘাত]

কীর্ত্তি। ওঃ—প্রহরী প্রহরী—

সুবুদ্ধি। ডাকো প্রহরীদের—আজ আর মরণকে আমরা ভয় করি না—

কীর্ত্তি। প্রহরী, প্রহরী (প্রহরীর প্রবেশ)—বাঁধ ওকে—জীবন্ত শূলে চাপিয়ে—

[অনুরাধার প্রবেশ]

অনু। না না…ওকে বধ করো না—তার চেয়ে নির্ব্বাসিত কর।

কীর্ত্তি। অনুরাধা।—

অনু। সুবুদ্ধিরামকে রামানুজ রায়ের সঙ্গে আরাকানে প্রেরণ করুন দেওয়ান সাহেব। ওকে বধ করলে কুঙ্কুমের মন আপনার ওপর বিষিয়ে উঠবে। এমন কি, হয়ত সে আত্মহত্যা করতে পারে!

কীর্ত্তি। উত্তম, ওকে রামানুজ রায়ের সঙ্গে প্রেরণ কর—

সুবুদ্ধি। আমি যাবো না—আমার দিদিকে একা ফেলে যাব না—দিদি—দিদি— [প্রহরীর সুবুদ্ধিরামকে লইয়া প্রস্থান]

অনু। যাক্, সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত হ'ল। এইবার কুঙ্কুমের বিবাহ সম্পূর্ণ করতে পারলেই আমি মুক্ত—আমি মুক্ত—কিন্তু সে কাজটা তোমায় অতি শীঘ্রই সারতে হবে দেওয়ান সাহেব। লক্ষ্মণ মাণিক্য আসছে—আসছে সে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে—আমি এইমাত্র বাইরে থেকে সংবাদ পেয়ে ছুটে আসছি তোমায় সংবাদ দিতে।

কীর্ত্তি। সেকি!

অনু। হঁা, দুর্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখ—হয়ত দেখতে পাবে তাদের ধাবমান অশ্বক্ষুরের ধূলি জালে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। শীঘ্র যাও, দেখ এস তারা কতদূরে!—

কীর্ত্তি। প্রহরী, দুর্গদ্বার বন্ধ কর—সমস্ত সৈন্যদের অবিলম্বে দুর্গ প্রাকারে সমবেত হতে সঙ্কেত কর।

(দেওয়ানসহ প্রহরীর প্রস্থান)

(নেপথ্যে রণভেরী নিনাদ)

অনু। (কুঙ্কুমের হাত ধরিয়া) কথাটি নয়—যদি বাঁচতে চাও… যদি চন্দনকে চাও—এস আমার সঙ্গে—

কুঙ্কুম। কোথায় যাব!

অনু। আঃ বালিকা, বিশ্বাস কর আমায়, আমি তোমার হিতাকাঙ্খিনী। এই দেখ চাবি—বারুদখানার চাবি—অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছি। উন্মাদের ন্যায় চন্দন আস্‌ছে ছুটে, রোষোন্মত্ত তরবারী নিয়ে আসছে সে আমারি পিছু পিছু—মৃত্যুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই তার! চন্দনকে বাঁচাতে হ'লে আগে বারুদখানা আমাদের অধিকার করা দরকার। [কুঙ্কুমকে লইয়া ছুটিয়া প্রস্থান]

[দেওয়ান কীর্ত্তিধরের প্রবেশ]

কীর্ত্তি। কৈ, কোথায় লক্ষ্মণমাণিক্য! দুর্গচূড়া হতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও তো তার সৈন্যশ্রেণীর চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না—তবে কি অনুরাধা আমার সঙ্গে প্রতারণা করলো? অনুরাধা—অনুরাধা—! একি, অনুরাধা কুঙ্কুম কেউ নেই! আশ্চর্য্য! কোথায়—কোথায় গেল তবে তারা? (তোপধ্বনি) একি···কিসের এ তোপধ্বনি—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে। অনুরাধা দেবী কুঙ্কুমকে নিয়ে বারুদখানায় প্রবেশ করে আমাদেরই দুর্গপ্রাকারের সৈন্যদের ওপর তোপ দাগ্‌ছেন!—

কীর্ত্তি। সেকি, অনুরাধা বিশ্বাস-ঘাতিনী! শীঘ্র বারুদখানায় প্রবেশ করে শয়তানীকে বধ কর—বধ কর।

প্রহরী। বারুদখানায় ঢোকবার উপায় নাই—লোহার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ—আমরা কোন মতেই ঢুকতে পারলুম না!—

কীর্ত্তি। সর্ব্বনাশ—সাপিনীকে বিশ্বাস করে আমরা প্রতারিত—শয়তানী বারুদখানা আগ্‌লে রেখে আমাদের ইঁদুরের মত টিঁপে মারতে চায়! ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র!

[২য় প্রহরীর প্রবেশ]

২য় প্রহরী। হুজুর, সর্ব্বনাশ! দূর আকাশে মেঘজালের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য আমাদের দুর্গের দিকে ধেয়ে আসছে!

কীর্ত্তি। লক্ষ্মণমাণিক্য···নিশ্চয় লক্ষ্মণমাণিক্য আসছে! সে আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে দিতে চায়—

২য় প্র। কি হবে—কি হবে হুজুর—!

কীর্ত্তি। বারুদখানার দরজা ভাঙ্গা অসম্ভব, কামান দেগে ভাঙ্গতে গেলে সমস্ত বারুদখানায় আগুণ লেগে যাবে। শীঘ্র চল্—সুড়ঙ্গ পথ—গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে আমরা বারুদখানায় প্রবেশ করিগে—

সৈনিক। সে অসম্ভব হুজুর—বিশ বছরের মধ্যে সে পথে জন-মানব প্রবেশ করেনি! বিষধর সর্পের বাস সেখানে···তীব্র বিষাক্ত বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে আছে, সে পথে প্রবেশ অসম্ভব।—

কীর্ত্তি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হ'বে। একদল মৃত্যু বরণ করে··· দ্বিতীয় দল প্রবেশ করবে, তারা মরে···আবার তৃতীয় দলকে প্রবেশ করতে হবে (নেপথ্যে দ্বার ভাঙ্গার শব্দ)

ঐ—ঐ শোন বজ্রধ্বনি! পাপিষ্ঠা অনুরাধা বুঝি কামান দেগে দুর্গদ্বার ভেঙ্গে দিল। ঐ জন-কল্লোল শোনা যাচ্ছে! ঐ পথে এখনি জল স্রোতের মত চন্দনের সৈন্য শ্রেণী ধেয়ে আসবে—মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের গ্রাস করতে! সম্মুখে মৃত্যু, পশ্চাতে মৃত্যু…না না—আর বিলম্বের অবকাশ নাই—এসো—এসো—শীঘ্র এস।

[সৈন্যগণসহ প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

বারুদখানার সম্মুখ ভাগ

[অনুরাধা ও কুঙ্কুমের প্রবেশ]

অনুরাধা। কামান দেগে দুর্গ দ্বার ভেঙ্গে ফেলেছি—এইবার দ্বার পথে চন্দন দুর্গ প্রবেশ করে—তোমায় মুক্ত করে' নিয়ে যাবে! ঐ চন্দনের সৈন্যদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—আর চিন্তা নাই কুঙ্কুম, এইবার তোমরা সুখী হবে!

কুঙ্কুম। শুধু তোমারই জন্যে দেবী, শুধু তোমারই জন্যে! নিজের জীবনকে এইভাবে বিপন্ন করে যে ভাবে তুমি অসম

সাহসিকতার সঙ্গে চন্দনকে রক্ষা করলে—তোমার ঋণ তো আমরা কোনদিন শুধতে পারবো না দেবী—

অনুরাধা। প্রয়োজন নেই—শোধবার চেষ্টাও ক'রো না, শুধু তোমরা সুখী হও—এই আমি চাই। কুঙ্কুম—চন্দন,—অনুরাধার চিতার উপর তোমাদের মিলন মন্দির রচিত হোক্ এই আমার প্রার্থনা—

কুঙ্কুম। একথা কেন বলছ দেবী? তুমি—তুমি কি চন্দনকে ভালবাস? আমাদের সুখের জন্য এ কি তবে তোমার শুধু আত্ম বিসর্জ্জনেরই প্রয়াস! আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না দেবী!

অনুরাধা। কিছু বুঝতে চেয়ো না—বুঝতে চেয়ো না! অনাঘ্রাত দেব-নির্ম্মাল্য তুমি, দেবতার প্রীতির জন্য দেবতার কণ্ঠে তোমাকে পৌঁছে দিয়েই পূজারিণীর সার্থকতা!—কুঙ্কুম—কুঙ্কুম— ও কি—

কুঙ্কুম। কি দেবী?

সহসা ঐ অদূরের পাষাণ প্রাচীর অপসারিত হ'য়ে গেল! গুপ্ত সুড়ঙ্গ—গুপ্ত সুড়ঙ্গ! এত কাছে?…ঐ—ঐ আলো দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই…ঐ গুপ্ত পথে শত্রু আসছে! এখনি তা'রা এসে পড়বে—কি হবে কুঙ্কুম?

কুঙ্কুম। কি হবে দেবী?—

অনুরাধা কেমন করে' ওদের হাত হ'তে তোমাকে বাঁচাই! আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কি করে তোমাকে বাঁচাই! কুঙ্কুম, সাহস হয়? এস ঐ পাষাণ দ্বার উন্মুক্ত করে—

বাইরের পথে পালাবার চেষ্টা কর—শত্রুর বাধা যদি পাও সাহস হারিও না—প্রাণপণে কোন রকমে চন্দনের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা কর ; চন্দন এখন আর বেশী দূরে নেই। হয়তো শীঘ্রই তার সন্ধান পাবে ; এ ছাড়া পথ নেই —যাও পালাও……শীঘ্র !

কুঙ্কুম। তুমি —তুমি যাবে না দেবী !

অনু। না — না — আমার যাবার উপায় নাই। ঐ সুরঙ্গপথে দেওয়ানের সৈন্যদল এখনি এসে পড়ল—তাদের হাতে এখন আমি বারুদখানা তুলে দিতে পারি না, কিছুতেই পারি না। আমাকে এখানে থাকতেই হবে। বারুদ খানা রক্ষা করবার চেষ্টায় আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে ……যতক্ষণ পারি—প্রাণপণে বাধা দিতে হবে।

কুঙ্কুম। তাহলে আমিও যাব না। আমিও তোমায় সাহায্য করব। মরতে হয় দু'জনে মরব !

অনু। না না—বালিকা। তুমি বুঝছ না! তুমি ম'লে চন্দনও মরবে! তোমার জন্য নয়—তোমার জন্য নয়! চন্দনকে বাঁচাবার জন্যই তোমার বাঁচা চাই, যাও—পালাও—

কীর্ত্তিধর। (নেপথ্যে) কোথায় পালাবে—হাঃ হাঃ হাঃ—

অনু। ওঃ (গুলির দ্বারা আহত এবং টাল খাইয়া পড়িয়া গিয়া কামানের কাছে আসিল) পালাও……পালাও কুঙ্কুম, পালাও—

(কীর্ত্তিধরের প্রবেশ)

কীর্ত্তি। আর রক্ষা নাই কুঙ্কুম। কীর্ত্তিধরের হাত থেকে তোমাদের আর রক্ষা নাই!—

[কীর্ত্তিধর কুঙ্কুমকে ধরিতে ছুটিল, সেই অবসরে অনুরাধা কামান দাগিয়া বারুদখানা উড়াইয়া দিল।]

কীর্ত্তি। ওঃ, সর্ব্বনাশী, কি করলি? বারুদখানা তোপ দেগে ধ্বংশ করলি! অনুরাধা, নিজেও মরলি—আমাদেরও মারলি!

অনু। হাঃ হাঃ হাঃ, চন্দনকে পরাজিত কর্ব্বার তোমার আর কোন আশাই রইল না!— (ছুটিয়া প্রস্থানোদ্যত)

কীর্ত্তি! শয়তানী! ও জয়োল্লাস এখনি বন্ধ করে দেব। অনুরাধা! অনুরাধা! (উপর্য্যুপরি গুলি করিতে লাগিল — গুলির আঘাতে অনুরাধা বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল)!

কুঙ্কুম। ওঃ দিদি—দিদি! (ছুটিয়া অনুরাধার কাছে যাইতে গেল)

কীর্ত্তি। কোথায় যাবে কুঙ্কুম! তোমাকেও ছাড়ব না, তোমাকেও বধ করব। (অতি কষ্টে বন্দুক লক্ষ্য করিল)

(রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘু। কা'কে বধ করবি শয়তান! বাঙ্গলার পিশাচ, বাঙ্গলার বিভীষিকা, বাঙ্গলার বেইমান, তোর শাস্তি এই—

(গুলি করিল)

কীর্ত্তি। ওঃ—। বেইমানীর শাস্তি—তোমরা আমায় দাও নি রঘুনাথ, শাস্তি দিয়েছে আমায়—ওই অনুরাধা—

রঘু। অনুরাধা! কোথায় অনুরাধা (ছুটিয়া গিয়া) মা—মা—আমার।

চন্দন। (নেপথ্যে) সমস্ত দুর্গ জয় সম্পূর্ণ রঘুনাথ দা—বাঙ্গালার সমস্ত হৃত-গৌরব আজ পুনরধিষ্ঠিত (অনুরাধার অর্দ্ধদগ্ধ দেহ লইয়া রঘুনাথের প্রবেশ) একি! তোমার বুকে এ কে রঘুনাথ দা! অনুরাধা! দেবী অনুরাধা—

রঘু। বাঙ্গালার হৃত গৌরব আজ পুনরধিষ্ঠিত! কিন্তু সেই হৃত গৌরব যে ফিরিয়ে আনল…তাকে আর তো ফিরে পেলাম না চন্দন! ভাষাহীন বেদনা-মৌন বাঙ্গালীজাতির কণ্ঠে যে আজ নূতন করে আশার বাণী দিয়ে গেল…তার সব ভাষা যে আজ ফুরিয়ে গেছে চন্দন! অনুরাধা, মা আমার—

চন্দন। অনুরাধা—অনুরাধা—

কুঙ্কুম। ওকে ডেকোনা চন্দন! ওকে ডেকোনা রঘুনাথ দা! ওর সারা মুখে আজ কত আলো! মুক্তির আলো—জীবনের আলো! সেই আলোর দীপ্তিতে চেয়ে দেখ চন্দন,—যাকে একদিন সবাই বিশ্বাসহন্ত্রী বলে সন্দেহ করেছিলে—সেই দেবী অনুরাধা বিশ্বাসঘাতিনী নয়! স্বাধীন বাঙ্গলার বেদীমূলে আত্মবলি দিয়ে অনুরাধা আজ জানিয়ে গেল যে এই শ্যামাঙ্গিনী বাংলার বুকে শুধু বিশ্বাসঘাতকই জন্মায় না চন্দন,—বাংলার সন্তান দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও জানে!

যবনিকা

বিঃ দ্রঃ—ষ্টারে অভিনয় কালে এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে প্রযোজক মহাশয়ের রচিত নিম্নোক্ত দৃশ্যটি অভিনীত হয়।

চতুর্থ অঙ্ক ; তৃতীয় দৃশ্য

ভুলুয়ার রাজ প্রাসাদের একাংশ।

চন্দন ও মধুময়।

চন্দন। কি বল্লে—রামানুজ রায় ?

মধুময়। হাঁ—

চন্দন। রামানুজ রায় কুঙ্কুমকে হরণ করেছে ?

মধুময়। হ্যাঁ—চন্দন।

চন্দন। এযে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা মধুময় !

মধুময়। সন্দেহেরও আর কোন অবকাশ নেই রাজা ! সবাইকার মুখে ঐ এক কথা !

চন্দন। কা'কে বিশ্বাস কর্ব্ব ? কা'কে বিশ্বাস কর্ব্ব ? রামানুজ—আমার সহোদরের অধিক, তার এই কাজ ?—বাংলার বায়ূতে বিশ্বাসঘাতক—বাংলার মাটীতে বিশ্বাসঘাতক—মধুময়—মধুময়,—বিশ্বাস করব কাকে ?

[বালকবেশী অনুরাধাকে ধরিয়া লইয়া রঘুনাথের প্রবেশ]

রঘু। গুপ্তচর !

চন্দন। গুপ্তচর—? বালক কে তুমি ?

রঘু। এর অঙ্গুলীতে দেওয়ান কীর্ত্তিধরের অঙ্গুরীয়, বিভ্রান্তের মত এসে,—রাজা,—তোমারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল,

বোধ হয় তোমার প্রাণহরণের উদ্দেশ্যেই এর গুপ্ত-অভিযান।

চন্দন। বালক! সত্য বল, কে তুমি?

অনুরাধা। চন্দন।

চন্দন। একি? অনুরাধা?

অনুরাধা। (চুল খুলিয়া) তোমার সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।

চন্দন। মধুময়—(চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন)

মধুময়। কিন্তু ওর হস্তের ঐ দেওয়ানের অঙ্গুরীয়?

অনুরাধা। অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে তবে দেওয়ানের দুর্গ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

চন্দন। তোমরা যাও—আমি এর সঙ্গে কথা বলবো।

[মধুময় ও রঘুনাথের প্রস্থান]

চন্দন। অনুরাধা!

অনুরাধা। চন্দন, উচ্ছ্বাসের সময় এ নয়। গুরুতর বার্ত্তা বহন করে আমি এসেছি···কুঙ্কুম—কুঙ্কুমের মুক্তির জন্য এখনই আমার অনুসরণ কর।

চন্দন। কুঙ্কুমের মুক্তি?—প্রয়োজন নেই:

অনুরাধা। সে কি?

চন্দন। অন্য কথা থাকে তো বল!

অনুরাধা। চন্দন! এ কি বলছ তুমি? এর চেয়ে বড় কথা এখন আর তোমার জীবনে কি আছে?

চন্দন। আঃ—অনুরাধা! কুঙ্কুম মরেছে!

অনুরাধা। এই দেখব বলেই কি দেওয়ানের দুর্গ থেকে এত কষ্টে পালিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম! স্বার্থান্ধ পুরুষ! যে নারী দেওয়ানের কারাগৃহে বসে তোমার প্রতীক্ষায় এখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, তাকে বর্জ্জন ক'রে তুমি পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ?

চন্দন। অনুরাধা, দেওয়ানের সঙ্গে তোমার এখন বড় প্রীতির সম্বন্ধ, নয়?

অনুরাধা। চন্দন—!

চন্দন। দেওয়ানের দেওয়া অঙ্গুরীয় তোমার হস্তে! দীর্ঘকাল দেওয়ানের সঙ্গে বাস করেছ—তাকে প্রীতির উচ্ছ্বাসেও ডুবিয়ে রেখেছ আশা করি!

অনু। চন্দন—চন্দন!

চন্দন। অথচ একদিন এই চন্দনকেই তুমি প্রিয়তম বলে সম্বোধন কর্ত্তে! আজ কোনো নূতন ফাঁদ তোমার সেই নূতন প্রিয়তমের হয়ে পাততে এসেছ কি রমণী?

অনু। একি অবিশ্বাস আমায় তোমার চন্দন! ওঃ, শ্যামল কিশোর! শ্যামল কিশোর!

চন্দন। অনুরাধা! দেবী! আমায় ক্ষমা করো! কুঙ্কুমের আচরণ আমার মনে সারা পৃথিবীর উপর অবিশ্বাস এনে দিয়েছে, আমি কাকেও বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না! রামানুজ! কুঙ্কুম! তুমি! বল অনুরাধা, বল—অন্ততঃ তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি! (অনুরাধার হাত ধরিল)

অনু। চন্দন! দয়িত আমার! এ বড় সুন্দর মোহ তোমার স্পর্শে···আমায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে!

চন্দন। অনুরাধা! অনুরাধা!

অনু। তোমার ওই পাগল করা কণ্ঠস্বর—ওই অনুরাধা বলে ডাকা—আমার মনে একি সুখস্মৃতির সৃজন করে—আমি নিজেকে ভুলে যাই—আমার উদ্দেশ্য ভুলে যাই!

চন্দন। অনুরাধা!

অনু। ডাকো—ডাকো—আবার ওই নাম ধরে ডাকো—ওই স্বর্গ—আমার জীবনের চিরকাম্য···স্বপ্নের বিস্মৃতির মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিই।

চন্দন। অনুরাধা, দেবী আমার, বল, তুমি চিরদিন এমনিই আমার—থাকবে!

অনু। চন্দন! (ধরা দিল)

চন্দন। হে আমার জাগ্রত অন্তরের ধ্রুবতারা—আমি কুঙ্কুমকে চাই না—কাউকে চাই না—শুধু তুমি—শুধু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে যেওনা!

অনু। এ আমি কি করছি! কুঙ্কুমকে বিপন্ন রেখে তারই দয়িতকে নিয়ে ছেলেখেলা করছি—না না এ প্রলোভন—হাঃ হাঃ হাঃ—চন্দন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি বাংলায় নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছ! একটা নর্ত্তকীর প্রেমা-ভিনয়ের ছলনায় ভুলে নিজের দয়িতাকে ভুললে—সঙ্কল্প ভুললে। মূর্খ! কীর্ত্তিধরের উচ্ছিষ্টাকে বুকে তুলে নিতে তোমার লজ্জা হোল না!

চন্দন। কীর্ত্তিধরের উচ্ছিষ্টা! কি বলছ তুমি!

অনু। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এই আংটী দেখে জ্বলে উঠেছিলে তুমি, আমায় শাস্তি দিতে গিয়েছিলে—তাই তোমারই প্রেমোন্মত্ত আলিঙ্গন আদায় করে মুহূর্ত্ত মধ্যে তার শোধ নিলুম! নর্ত্তকীর প্রতিশোধ—হাঃ হাঃ হাঃ—

চন্দন। বিশ্বাসঘাতিনী!

অনু। হাঃ হাঃ হাঃ—বিশ্বাসঘাতিনী, বিশ্বাসঘাতিনী! [প্রস্থান]

চন্দন। ধর ধর—মধুময়—রঘুনাথ দা—ওকে যেতে দিওনা, ধর।

রঘু। (প্রবেশ) ধর ধর···কে আছ? ওই বিশ্বাসঘাতিনীকে ধর!

ভানুমতী! (প্রবেশ) হাঁ হাঁ, ধর ধর—যেতে দিওনা ওকে—ওকে তোমরা যেতে দিওনা।

রঘু। কে? ভানুমতী!

ভানু। হাঁ আমি ভানুমতী! আর ওই···ওই তোমার মেয়ে অনুরাধা।

রঘু। আমার মেয়ে! ওরে, তোরা বেঁচে আছিস? এ আমি কি শুনছি? মেঘনার বুকে তোদের ডালি দিয়েছিলাম—আজও তোরা বেঁচে আছিস?

ভানু। আছি প্রভু! তোমার সেই পাঁচ বছরের শিশুকে বুকে নিয়ে মেঘনার কবল হতে বাঁচিয়েছিলাম। পনেরো বছর তাকে বুকে আগলে রেখেছি—কিন্তু আজ বুঝি তাকে হারালুম! অভিমানিনী কন্যা আমার—ওগো, তাকে তোমরা যেতে দিওনা—ধর ধর—ফিরিয়ে আনো—তাকে ফিরিয়ে আনো।

রঘু। ওরে চল্—চল্ মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়! মা, মা আমার—

[ভানুকে লইয়া প্রস্থান]

চন্দন। চল রঘুনাথ দা,—আমিও তোমার অনুসরণ করছি।

(রহিম সেখের প্রবেশ)

রহিম। দাড়াও কর্ত্তা! একবার—একটী বারের তরে আমাগো একটী কবির গান শুনিয়া যাও।

চন্দন। আঃ পথ ছাড়—পথ ছাড়—সময় বয়ে যায়—

রহিম। ছাড়মূনা কর্ত্তা—দোহাই কর্ত্তা, একবারটী শোনেন—নইলে আপনার পায়ের তলায় খুন হইয়া মরবো—

চন্দন। আঃ কি আপদ—মধুময় এদের কিছু পুরস্কার দিয়ে দাও—

রহিম। গান না শোনাইয়া পুরস্কার নিতে পারবো না কর্ত্তা— ও আজ্ঞা করবেন না—দোহাই কর্ত্তা, একটু বসেন— অনেক ফিকির ফন্দী কইর‍্যা ধলু মেঞারে ধইর‍্যা আনছি; আমাগো গীত আপনার শোনতেই হবে।

মধু। পথ ছাড় বলছি—নইলে এখনি—

চন্দন। স্থির হও মধুময়,—তুমি ততক্ষণ সৈন্যদের প্রস্তুত করে নাও, আমি একটু এদের গান শুনে নি—দেখি কেন ওদের এত আগ্রহ। [মধুময়ের প্রস্থান]

রহিম। মহারাজের একশো বছর পরমাই হোক! ওরে, ধর ধর ভাই সব—নাও, দুই গাঁয়ের লোক ভাগ হইয়া বৈসো, বাজারে···বাজা—

(কবি গীত)

চন্দন। (ধলুর ঘাড় ধরিয়া) শয়তান! বল্, বল্ কোথায় রামানুজ—কোথায় কুঙ্কুম—

ধলু। কইথেছি···কইথেছি হুজুর—আমারে ছ্যাইরা দাও—তারা···তারা কস্‌বা দুর্গে।

চন্দন। কস্‌বা দুর্গে?

ধলু। হাঁ।

চন্দন। মধুময়—মধুময়, শীঘ্র এস, কুঙ্কুমের সন্ধান, কুঙ্কুমের সন্ধান—

(মধুময়ের প্রবেশ)

চন্দন। কস্‌বা—কস্‌বা—মুহূর্ত্তে বিলম্ব নয়—এস আমরা পূর্ণোদ্যমে কসবা দুর্গ আক্রমণ করি। [ছুটিয়া প্রস্থান]
